



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

রূপালী ব্যাংক লিঃ এর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ৪১/২০২১



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

রূপালী ব্যাংক লিঃ এর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ৪১/২০২১

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অংশ		
১.	মুখবন্ধ	vii
অধ্যায়-১		
২.	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি	৩-৪
৩.	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৫
৪.	শব্দ সংক্ষেপ	৭-৮
অধ্যায়-২		
৫.	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১১
৬.	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৩-৪৩
দ্বিতীয় অংশ		
৭.	পরিশিষ্টসমূহ	৪৯-৬৫

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

- ১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী সকল Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৭ এবং ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ১৭টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সিনিয়র সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ : ১৪/৪/২০২২ বঙ্গাব্দ
খ্রিস্টাব্দ


(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

ଅଧ୍ୟାୟ-୧

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন রূপালী ব্যাংক লিঃ এর ২০১৭ এবং ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে এই রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সম্পাদনপূর্বক রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য :

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি :

দি বাংলাদেশ ব্যাংকস (ন্যাশনালাইজেশন) অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২৬)-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত রূপালী ব্যাংক একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক। পূর্ব পাকিস্তানে কার্যরত মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ, অস্ট্রেলেশিয়া ব্যাংক লিঃ এবং স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ এর সকল সম্পদ ও দায় নিয়ে রূপালী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। ৫০০ মিলিয়ন টাকা অনুমোদিত এবং ১০ মিলিয়ন টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে রূপালী ব্যাংক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৬ সালে ব্যাংকটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ৭০০০ মিলিয়ন টাকা অনুমোদিত এবং ২৭৬০.৩৯ মিলিয়ন পরিশোধিত মূলধন রয়েছে যার মধ্যে ৯০.১৯% শেয়ার সরকারি মালিকানাধীন এবং ০৯.৮১% শেয়ার ব্যক্তিমালিকানাধীন। সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিবেদিত থাকার অঙ্গীকার নিয়ে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত এবং গ্রাহকদের উত্তম ব্যাংকিং সেবা ও শিল্প ঋণসহ বিভিন্ন ধরনের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে আধুনিক ও তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংকটি ১টি লোকাল অফিস, ১০টি ডিভিশনাল অফিস, ২৫টি জোনাল অফিস, ৩০টি এডি শাখা, ৫৪টি কর্পোরেট শাখাসহ সর্বমোট ৫৮৩টি শাখার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা ও সেবা প্রদানের জন্য সর্বদা নিয়োজিত। এছাড়াও এর ২টি সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম :

পদের নাম	অনুমোদিত স্থায়ী পদসংখ্যা
চেয়ারম্যান	০১
পরিচালক	০৯
ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০১
উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০৩
মহাব্যবস্থাপক	১৭
উপ-মহাব্যবস্থাপক	১০৬
চীফ সিকিউরিটি অফিসার ও অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক	১১
সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও সমমান	১৯৬
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার ও সমমান	৮০৭
প্রিন্সিপাল অফিসার ও সমমান	১,২৩০
সিনিয়র অফিসার ও সমমান	৩,২৮৪
অফিসার ও সমমান	৪,২০৫
কর্মচারী-তৃতীয় শ্রেণি	৭৪০
কর্মচারী-চতুর্থ শ্রেণি	১,৬৭৮
মোট=	১২,২৮৮

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি :

- জনগণকে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবাপ্রাপ্তির আওতায় আনয়ন করে জনগণের আর্থিক অবস্থা সচল রাখতে ভূমিকা পালন করা।
- পরিকল্পিত ও গুণগত মানসম্পন্ন ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করা।
- জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক বিনিয়াদ সুদৃঢ় করতে ভূমিকা রাখা।
- ডিজিটাইজড ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে জনগণকে দ্রুত ও সহজে ব্যাংকিং সেবা প্রদান।
- আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা বৃদ্ধি এবং রেমিট্যান্স সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া।

অডিটের আইনগত ভিত্তি :

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি :

তথ্য সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণের পর রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয় ও এর অধীন বিভিন্ন কর্পোরেট শাখা এবং অন্যান্য শাখার মধ্যে নিরীক্ষার জন্য নির্বাচিত ইউনিটসমূহের ২০১৭ ও ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহকে নিরীক্ষার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে :

- প্রকল্প ঋণ।
- প্রকল্পের চলতি মূলধন ঋণ।
- সিসি (হাইপো)।
- সিসি (প্লেজ)।
- ওভার ড্রাফট (ওডি)।
- ঋণপত্র (Letter of credit)
- ব্যাংক গ্যারান্টি।
- ডিম্যান্ড লোন/ফোর্সড লোন।
- Loan against Imported Merchandise (LIM)
- Foreign Bill Purchase (FBP)
- ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ।
- পিসি লোন।

অডিট প্ল্যানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য :

অডিটের বিষয়বস্তু :

রূপালী ব্যাংক লিঃ এর আর্থিক কার্যক্রমের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট।

অডিট কৌশল :

উপর্যুক্ত বিষয়ে সরকারি আইন-কানুন ও নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে কি-না এবং প্রয়োজ্য বিধি-বিধান পরিপালন করা হচ্ছে কি-না তা যাচাই এর জন্য নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে:

- নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ;
- নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, মানদণ্ড ইত্যাদি নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- নিরীক্ষা দল গঠন এবং নিরীক্ষার নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন;
- কেন্দ্রীয়ভাবে নিরীক্ষার কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি ও পর্যবেক্ষণ।

অডিট সময়কাল :

১১-১২-২০১৯ খ্রি. হতে ২৩-০৩-২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত।

নির্বাচী সারসংক্ষেপ

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নির্বাহী আওতাধীন রূপালী ব্যাংক লিঃ এর ২০১৭ এবং ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের আয়-ব্যয়, ফান্ড ও বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক এ অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

অডিট চলাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধানের পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ১৭টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং জড়িত অর্থের পরিমাণ ১৫৩১,৮৯,৭৮,৩২৫ (এক হাজার পাঁচশত একত্রিশ কোটি ঊননব্বই লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশত পঁচিশ) টাকা। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ :

- সরকারি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- শ্রেণিকৃত ঋণ ও অগ্রিম আদায়ে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।
- মনিটরিং কার্যক্রম এর অভাব।
- সঠিকভাবে গ্রাহক চিহ্নিত না করে ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণ।
- সহায়ক জামানতের সঠিকতা যাচাই না করে এবং জামানত অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা।
- অনিয়মিতভাবে ঋণ মঞ্জুর এবং অধিকাংশ ঋণের অর্থ আদায় না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

১.	BTB (বিটিবি)	Back To Back	রপ্তানি ঋণপত্র
২.	CIB	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন।
৩.	C.C (Hypo) সিসি হাইপো	Cash Credit Hypothecation	জমি বন্ধকির বিপরীতে প্রদেয় ঋণ সুবিধা। ঋণাংকের কমপক্ষে ১.৫ গুণ সম্পত্তি বন্ধক নিতে হবে।
৪.	CC (Pledge)	Cash Credit (Pledge)	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ঋণগ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে ঋণ সুবিধা (গুদামে রক্ষিত মালামালের সর্বোচ্চ ৮০% ঋণ সুবিধা)
৫.	FL/DL (ফোর্সড লোন/ডিমান্ড লোন)	(Forced Loan/ Demand Loan)	রপ্তানি ব্যর্থতায় আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করে পার্টির নামে ফোর্সড লোন/ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হয়।
৬.	FBP (এফবিপি)	Foreign Bill Purchase	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
৭.	IDCP (প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	Interest During Construction Period	প্রকল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের মধ্যবর্তী সময়কালের সুদ
৮.	LIM (লিম)	Loan against Imported Merchandise	আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন গুদামে রক্ষিত মালামালের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ।
৯.	LC (এলসি)	Letter of Credit	বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
১০.	MCL	Maximum Credit Limit	সর্বোচ্চ ঋণসীমা
১১.	PC (পিসি)	Packing Credit	রপ্তানিপূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধা (রপ্তানি মূল্যের সর্বোচ্চ ১০%)
১২.	SME (এসএমই)	Small and Medium Entrepreneur	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা
১৩.	STL (এসটিএল)	Short Term Loan	স্বল্পমেয়াদে মঞ্জুরিকৃত ঋণ। যে ঋণের মেয়াদ সাধারণত ৩ (তিন) মাস থেকে ৬ (ছয়) মাস তবে অনেক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর মেয়াদের হয়।
১৪.	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণিকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
১৫.	পুনঃতফসিল	-	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণিকৃত হলে গ্রাহকের অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউনপেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
১৬.	ডাউনপেমেন্ট	-	পুনঃতফসিলকরণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের সপক্ষে ১০% ডাউনপেমেন্ট নেয়া হয়।
১৭.	আরোপিত সুদ	-	ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
১৮.	অনারোপিত সুদ	-	ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণিকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।

১৯.	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব	-	ঋণগ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারণত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণগ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।
২০.	ডেফার্ড এলসি	-	A type of letter of credit that defers payment until an agreed point after the shipping documents have been presented by the exporter.
২১.	PCR	Project Completion Report	প্রকল্প সমাপ্তিকরণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন
২২.	OD ঋণ	Overdraft Loan	সাময়িক সময়ের জন্য জরুরি অর্থ চাহিদা মেটানোর জন্য প্রদত্ত সীমিত ঋণ
২৩.	MICR	Magnetic Ink Character Reader	গ্রাহকের নাম ও হিসাব নম্বরসহ স্বতন্ত্র চুম্বকীয় কালি সমৃদ্ধ চেক বই
২৪.	BRPD	Banking Regulation and Policy Department	বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং নীতি ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিভাগ
২৫.	CL	Classification of Loan	ঋণ মানের শ্রেণিবিভাগ
২৬.	SS	Sub Standard	নিম্নমানের ঋণ
২৭.	DF	Doubtful	সন্দেহজনক ঋণ
২৮.	BL	Bad/Loss	মন্দ/ক্ষতিজনক ঋণ

ଅଧ୍ୟାୟ-୨

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	টাকার পরিমাণ
০১.	সর্বোচ্চ ঋণসীমার অতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুর, মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে এলসি স্থাপন ও ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের অনাদায়ি	৫৩,৭৫,৯৭,৯৬৮
০২.	ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং ঋণ প্রশাসন বিভাগের অনুমতি না নিয়ে বিতরণকৃত ঋণের অনাদায়ি	৭,২৫,০১,৮৮৩
০৩.	অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ পরবর্তী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় অনাদায়ি	৩,০৪,২৩,৬৪১
০৪.	সিসি (হাইপো) ঋণের বিতরণকৃত অর্থ দিয়ে মেয়াদি ঋণের দায় পরিশোধ ও প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট আদায় না করে পুনঃতফসিল করায় অনাদায়ি	১০,৩০,৬৫,৪৯৯
০৫.	মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে ও অপরিাপ্ত জামানত নিয়ে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের অনাদায়ি	৩,৬১,৩১,৭২১
০৬.	অননুমোদিত ডেফার্ড এলসি স্থাপন ও তা ফোর্সড লোন সৃষ্টির মাধ্যমে পরিশোধ, জামানতের অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ প্রদান এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম না থাকায় মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত হওয়ায় অনাদায়ি	২০,৭৫,১৭,১৭৫
০৭.	বাংলাদেশ ব্যাংকের শর্ত পরিপালন না করে পুনঃতফসিলীকরণ এবং মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে নতুন করে ঋণ বিতরণ করায় অনাদায়ি	১২৫,১৩,০২,৯২৯
০৮.	মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে ঋণ বিতরণ ও নবায়ন করায় ব্যাংকের অনাদায়ি	১১,৬৮,০৮,১১৭
০৯.	অস্তিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠানের অনাদায়ি ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পরও আদায় না হওয়ায় অনাদায়ি	৫,৮১,১২,১৬৪
১০.	সহায়ক জামানত অতিমূল্যায়ন করে ঋণ প্রদান এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পরও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি	৫,২৮,৮২,১১১
১১.	বার বার পুনঃতফসিল করা সত্ত্বেও মেয়াদি ও সিসি (হাইপো) ঋণ অনাদায়ি এবং শ্রেণিকৃত থাকা অবস্থায় শাখা ব্যবস্থাপকের আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্ত ফোর্সড লোন সৃষ্টি করায় ব্যাংকের অনাদায়ি	১২,৬২,৫২,৩৮৯
১২.	মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী সরকারি গ্যারান্টি গ্রহণ ব্যতিরেকে ঋণ বিতরণ এবং গ্রাহক প্রতিষ্ঠান ঋণখেলাপি থাকা অবস্থায় এলসি স্থাপন ও নবায়ন করায় ব্যাংকের অনাদায়ি	৮০১,২৮,৪৪,৯৬৬
১৩.	গ্রাহকের সক্ষমতা যাচাই না করে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর এবং মঞ্জুরিপত্রের শর্ত উপেক্ষা করে চলতি মূলধন বিতরণে ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত ঋণের অনাদায়ি	১৮,৮২,২৫,৩৪৪
১৪.	মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী কিস্তি পরিশোধ না করা সত্ত্বেও বার বার পুনঃতফসিলীকরণ সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের অনাদায়ি	১৮৮,২৮,৬২,০৮৯
১৫.	বন্ধক সম্পত্তি অতিমূল্যায়নপূর্বক সিসি হাইপোঃ ঋণ বিতরণ এবং সীমিতরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় ঋণসীমা নবায়ন ও বর্ধিতকরণ করায় ব্যাংকের অনাদায়ি	৫,০১,৯৮,১৮১
১৬.	পূর্ববর্তী ঈদ অগ্রিম সমন্বয় না করে পরবর্তী ঈদ অগ্রিম প্রদান, গ্রাহকের জিম্মায় পণ্য রেখে প্লেজ ঋণ প্রদান, মেয়াদোত্তীর্ণ লিম দায় সৃষ্টির ফলে ব্যাংকের অনাদায়ি	১৭২,৯৫,০৪,৫১৭
১৭.	প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট ছাড়াই পুনঃতফসিল করায় এবং গ্রাহক কর্তৃক কিস্তি পরিশোধ না করায় ব্যাংকের অনাদায়ি	৮৬,২৭,৪৭,৬৩১

মোট= ১৫৩১,৮৯,৭৮,৩২৫

কথায় : (এক হাজার পাঁচশত একত্রিশ কোটি ঊনব্বই লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশত পঁচিশ)।

অনুচ্ছেদ : ০১

শিরোনাম : সর্বোচ্চ ঋণসীমার অতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুর, মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে এলসি স্থাপন ও ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ৫৩,৭৫,৯৭,৯৬৮ (তিন্লান কোটি পঁচাত্তর লক্ষ সাতানব্বই হাজার নয়শত আটষট্টি) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ এর বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১৭ এবং ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, সর্বোচ্চ ঋণসীমার অতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুর, মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে এলসি স্থাপন ও ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ৫৩,৭৫,৯৭,৯৬৮ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখার গ্রাহক রিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড এর ঋণ নথি ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রধান কার্যালয়ের মনিটরিং বিভাগ হতে ইস্যুকৃত পত্র নং-প্রকা/আইসিসি/৩১; তারিখ: ৩১-০৭-২০১৯ খ্রি. এর ৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গ্রাহকের সর্বোচ্চ ঋণসীমা ৬৯.৬৪ কোটি টাকা। কিন্তু গ্রাহকের অনুকূলে প্রধান কার্যালয়ের ২২-০৮-২০১৬ খ্রি. তারিখের অনুমোদন নং-HO/ICD/TL/2016/14 এর মাধ্যমে ৫৮.০০ কোটি, ০৪-১১-২০১৮ খ্রি.তারিখের অনুমোদন নং-HO/ICD/TL/2018/10 এর মাধ্যমে ১৭.০০ কোটি এবং অনুমোদন নং HO/ICD/TL/2019/17 এর মাধ্যমে ১৩.৫ কোটি টাকা মেয়াদি ঋণসহ সর্বমোট (৫৮.০০+১৭.০০+১৩.৫) কোটি বা ৮৮.৫০ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয় যা সর্বোচ্চ ঋণসীমার থেকে (৮৮.৫০-৬৯.৬৪) কোটি বা ১৮.৮৬ কোটি টাকা বেশি।

উল্লেখ্য, শুধুমাত্র বৈদেশিক যন্ত্রপাতি আমদানি করার জন্য মেয়াদি ঋণ ৫৮.০০ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়। অনুমোদন নং HO/ICD/TL/2016/14; তারিখ: ২২-০৮-২০১৬ খ্রি. এর Section-V, অনুচ্ছেদ (III) অনুযায়ী উক্ত ঋণ অনুমোদনের অন্যতম শর্ত ছিল ফ্যাক্টরী বিল্ডিং ৬০% সম্পন্ন হওয়ার পর মেশিনারী আমদানির জন্য এলসি স্থাপন করতে হবে। কিন্তু প্রকল্পের ৬০% কাজ সম্পন্ন না হওয়া সত্ত্বেও উক্ত শর্তের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ২০-১০-২০১৭ খ্রি. তারিখের এলসি অনুমোদন নং ১১৪৯/২০১৭ এর মাধ্যমে ৩৫,৯১,৪৬,০৫০ টাকার সমপরিমাণ এলসি খোলার অনুমতি দেওয়া হয় এবং সেই প্রেক্ষিতে মতিঝিল শাখা হতে L/C No. 265-18-01-0006; তারিখ: ২২-০১-২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে ১০,৪১,৯০০ মার্কিন ডলারের এলসি স্থাপন করা হয়। ব্যাংকের শিল্প ঋণ বিভাগের প্রকৌশলী কর্তৃক সরবরাহকৃত ১৮-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, ব্যাংক কর্তৃক ০৪-১১-২০১৮ খ্রি. তারিখের অনুমোদন নং HO/ICD/TL/2018/10 এর মাধ্যমে ১৭.০০ কোটি ঋণ হতে ১৪.৫০ কোটি টাকা ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পের ৬০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রসঙ্গত প্রাক-অনুমোদন পত্র নং HO/ICD/TL/2016/08; তারিখ: ২৬-০৬-২০১৬ খ্রি. এর Section-V এর Other Usual Condition (b) অনুযায়ী প্রকল্প সম্পন্ন করতে ব্যাংক হতে অতিরিক্ত কোন অর্থ প্রদান করা হবে না। অর্থাৎ সিভিল ওয়ার্কস ও অন্যান্য যাবতীয় ব্যয় গ্রাহক কর্তৃক সম্পন্ন করতে হবে। অথচ মঞ্জুরিপত্রের উক্ত শর্ত লঙ্ঘন করে গ্রাহককে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে প্রথমে ১৭.০০ কোটি টাকা অনুমোদন ও বিতরণ করা হয় এবং পরবর্তীতে নতুনভাবে অনুমোদন নং HO/ICD/TL/2019/17 এর মাধ্যমে আরো ১৩.৫ কোটি টাকা মেয়াদি ঋণ অনুমোদন করা হয়।

তাছাড়া গ্রাহককে অনৈতিক সুবিধা দেওয়ার জন্য গ্রাহকের ইকুইটি অংশ বিনিয়োগ নিশ্চিত না করে এবং ডেট ইকুইটির অনুপাত পরিবর্তন করে বার বার অর্থ ছাড়করণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রকল্পের শুরুতে ডেট ইকুইটির অনুপাত ছিল ৪৪:৫৬। কিন্তু নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, ঋণ সুবিধা দেওয়ার জন্য অনুপাত বাড়িয়ে ৪৮:৫২, ৬০:৪০ এবং ৬৫:৩৫ করা হয়, যা ঋণ নীতিমালার পরিপন্থী।

আরো উল্লেখ্য, প্রধান কার্যালয়ের শিল্পঋণ বিভাগের জারীকৃত ইন্স্ট্রুমেন্ট নং- প্রকা/শিঋবি/০১; তারিখ: ১৯-১২-২০১২ খ্রি. অনুযায়ী Project Completion Report (PCR) ও ঋণের কিস্তি প্রসঙ্গে বলা হয় এলসি খোলার তারিখ হতে ৯ মাস পর কিস্তি শুরু করতে হবে। অথচ উক্ত গ্রাহকের ক্ষেত্রে শর্তের ব্যত্যয় ঘটিয়ে কিস্তি আদায়ের পরিবর্তে নতুন করে সিভিল খাতে মেয়াদি ঋণ ১৭.০০ কোটি অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রকল্প সম্পন্নকরণে গ্রাহক কর্তৃক ৬৭ কোটি টাকার স্থলে ব্যয়িত হয় মাত্র ৩৩.২৩ কোটি টাকা। গ্রাহক ইকুইটির পুরো অর্থ ব্যয় না করায় প্রকল্পটি সময়মতো বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে পারেনি।

প্রাক-অনুমোদন পত্র নং HO/ICD/TL/2016/08; তারিখ: ২৬-০৬-২০১৬ খ্রি. এর Section-V এর Other Usual Condition (a) তে উল্লেখ আছে প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত মূলধন হতে হবে ১২৯.৩৫ কোটি টাকা, (e) তে উল্লেখ ছিল DFL/NCB/BKB হতে ওভারডিউ দায় নেই মর্মে প্রত্যয়ন নিতে হবে এবং (k) তে উল্লেখ ছিল রূপালী ব্যাংক একজন Director মনোনীত করার পর M/A (Memorandum of Association) & A/A (Article of Association) সংশোধন করতে হবে, বাস্তবে তা প্রতিফলিত হয়নি।

গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের ১৪-০৪-২০১৯ খ্রি. তারিখভিত্তিক সিআইবি রিপোর্টে সকল ঋণসমূহ অশ্রেণিকৃত দেখা যায়। অথচ গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: সেলিম এর নামে ১.০২ কোটি টাকা ওভারডিউ আছে। সহযোগী প্রতিষ্ঠান অংকুর স্পেশালাইজড কোল্ড স্টোরেজ লিমিটেড এর নামে মোট ৬টি ঋণের স্থিতি রয়েছে ৬৮.৭০ কোটি টাকা ও ওভারডিউ আছে ৪৯.৪৬ লক্ষ টাকা এবং অংকুর সীড এন্ড হিমাগার লিমিটেড এর নামে ঋণ স্থিতি আছে ৪৭.৮৯ কোটি টাকা এবং ওভারডিউ আছে ১৮.০৪ কোটি টাকা। গ্রাহকের নামে আদালতে রীট থাকায় সিআইবিতে প্রতিফলিত হয়নি (সূত্র: মনিটরিং বিভাগ, প্রধান কার্যালয় এর পত্র নং- প্রকা/আইসিসি/৩১; তারিখ: ৩১-০৭-২০১৯ খ্রি. এর অনুচ্ছেদ-০২)। আদালতে সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে স্টে অর্ডার থাকার পরও গ্রাহকের অনুকূলে অনুমোদন নং-২০১৯/১৭; তারিখ: ০৩-০৯-২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে মেয়াদি ঋণ অনুমোদন হয়, যা ব্যাংকের ঋণ নীতিমালা ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ ২.২ এর ২ (খ) এর পরিপন্থী এবং গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০১ এ)।

অনিয়মের কারণ :

- পত্র নং-প্রকা/আইসিসি/৩১; তারিখ: ৩১-০৭-২০১৯ খ্রি. এর অনুচ্ছেদ ০৪ লঙ্ঘন।
- মঞ্জুরিপত্র নং-HO/ICD/TL/2016/14; তারিখ: ২২-০৮-২০১৬ খ্রি. এর Section-V, অনুচ্ছেদ (III) লঙ্ঘন।
- মঞ্জুরিপত্র নং-HO/ICD/TL/2016/08; তারিখ: ২৬-০৬-২০১৬ খ্রি. এর Section-V এর Other Usual Condition এর (a), (b), (e) এবং (k) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, আর. কে. রোড শাখা, রংপুর এর গ্রাহক। গত ২৯-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে শিল্প ঋণ বিভাগের অনুমোদন নং- প্রকা/শিল্পবি/২০১৮/৯৮৩; তাং ২৭-০৮-২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে আর. কে. রোড শাখা, রংপুর হতে ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড এর ঋণ হিসাবটি এই শাখায় স্থানান্তর করা হয়।

উল্লিখিত বিষয়ে ২৩-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক এক বছরের ঋণের কিস্তি আদায়ের বিবরণীসহ পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য রূপালী ব্যাংক লিমিটেডকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

আপত্তির আলোকে জবাব প্রাসঙ্গিক নয়। সর্বোচ্চ ঋণসীমার (Maximum Credit Limit) এর অতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুর ও মঞ্জুরিপত্রের একাধিক শর্ত লঙ্ঘন করে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ব্যাপারে শাখা কর্তৃক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও অনাদায়ি টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০২

শিরোনাম : ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং ঋণ প্রশাসন বিভাগের অনুমতি না নিয়ে বিতরণকৃত ঋণের ৭,২৫,০১,৮৮৩ (সাত কোটি পঁচিশ লক্ষ এক হাজার আটশত তিরিশি) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ এর বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১৭ এবং ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে এবং ঋণ প্রশাসন বিভাগের অনুমতি না নিয়ে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ৭,২৫,০১,৮৮৩ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখার গ্রাহক বি পি আর পেইন্ট এন্ড কোং এর ঋণ নথি ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গ্রাহকের এর অনুকূলে প্রাক-অনুমোদন নং-HO/SME/BR/2016/382; তারিখ: ১৪-০৭-২০১৬ খ্রি. এবং অনুমোদন নং-HO/SMEB/BR/458; তারিখ: ০৭-০৯-২০১৬ খ্রি. অনুযায়ী মেয়াদি ঋণ ৩২০ লক্ষ (আইডিসিপি ১৪.২৭ লক্ষ টাকা সহ) টাকা এবং এসএমই মাঝারি এর আওতায় চলতি মূলধন ঋণ ৩০০ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয় এবং সর্বশেষ ০২-০১-২০১৯ খ্রি. তারিখের প্রকা/এসএমইবি/চলতি মূলধনঋণ নবায়ন/২০১৯/০১ এর মাধ্যমে ৩.০০ কোটি টাকা নবায়ন অনুমোদন করা হয়।

প্রধান কার্যালয়ের ঋণ প্রশাসন বিভাগের সম্মতি ছাড়াই গ্রাহকের অনুকূলে অর্থ ছাড় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এসএমই নীতিমালা-২০১৩/২০১৭ এবং প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ এবং এসএমই বিভাগের ১৪-০৭-২০১৬ খ্রি. তারিখের প্রাক-অনুমোদন পত্র নং HO/SME/BR/2016/382 এর শর্ত ২(৯) ভঙ্গ করা হয়েছে। ঋণ প্রশাসন বিভাগ অর্থ ছাড়ের অনুমতি দেয় ২৬-০৯-২০১৬ খ্রি. তারিখে, অপরদিকে গ্রাহকের ঋণ হিসাবে ১ম অর্থ ছাড় করা হয় ৮-০৯-২০১৬ খ্রি. তারিখে, যা গুরুতর অনিয়ম। গ্রাহকের আবেদনে প্রতিষ্ঠানের মজুদ পণ্যের মূল্য দেখানো হয়েছে ৫০.০১ লক্ষ টাকা। অথচ এর কোন প্রমাণক নেই। অপরদিকে Declaration of Borrower (SF-86A) এ স্টক ১২৭২.৩২ লক্ষ টাকা উল্লেখ করা হয়েছে যাতে তথ্যের ব্যাপক গরমিল পরিলক্ষিত হয়। কর্মরত জনবল দেখানো হয়েছে ১৫০ জন। অথচ পিসিআর এ জনবল দেখানো হয়েছে ৩৭ জন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাহকের প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য সম্পর্কিত কোন ডাটা বা উপাত্ত সংগ্রহ না করেই ঋণ আবেদন প্রস্তাব প্রেরণ ও ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ করা হয়েছে। গ্রাহক ও প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেনের সত্যতা যাচাই করা হয়নি। ফলে গ্রাহক তার চলতি মূলধন ঋণের টাকা উৎপাদনের কাজে ব্যবহার না করে অন্য কাজে ব্যবহার করায় ঋণের কিস্তি দিতে ব্যর্থ হয়। ফলশ্রুতিতে ঋণটি বর্তমানে মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত।

প্রসঙ্গত প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ এবং এসএমই বিভাগের ১৪-০৭-২০১৬ খ্রি. তারিখের প্রাক-অনুমোদন পত্র নং HO/SME/BR/2016/382 এর ২(১২) নং শর্ত লঙ্ঘন করে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার পূর্বেই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ছাড়পত্র সংগ্রহ করা হলেও তা ১২-০১-২০১৭ খ্রি. হতে মেয়াদোত্তীর্ণ, যা এখনও নবায়ন হয়নি এবং মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় সর্বশেষ ০২-০১-২০১৯ খ্রি. তারিখের প্রকা/এসএমইবি/চলতিমূলধনঋণ নবায়ন/২০১৯/০১ এর মাধ্যমে ৩.০০ কোটি টাকা নবায়ন অনুমোদন করা হয়।

এছাড়া জামানতি সম্পত্তির অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে। ১৪-০৭-২০১৫ খ্রি. তারিখের ৭২৮৮ নং দলিলের দলিল মূল্য ১,৩১,৭০,০০০ টাকা, জমির মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক উক্ত জমির মূল্য নির্ধারণ করেছে ৫,৪৭,৭৮,০০০ টাকা, যা এক বছর অন্তরে ৪.১৫ গুণ বেশী মূল্য ধরে মূল্যায়ন করা হয়েছে। জমির মৌজা রেট ও বাজার দরও উল্লেখ করা হয়নি।

প্রতিষ্ঠানের অংশীদার ও জামিনদার জনাব পারভীন আক্তার এর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের আয়কর রিটার্ন তার প্রদর্শিত আয় উল্লেখ করা হয়েছে ১,৯৫,০০০ টাকা, নিট সম্পদ ৫,৮২,০০০ টাকা এবং শূন্য আয়কর প্রদান করা হয়েছে। ঋণ আবেদনে তার নিট সম্পদ উল্লেখ করেছে ১০,২০,৩৮,০০০ টাকা। এতে উদ্যোক্তার সম্পদ সম্পর্কিত তথ্যের ব্যাপক অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০২)।

অনিয়মের কারণ :

১৪-০৭-২০১৬ খ্রি. তারিখের অনুমোদন পত্র নং-HO/SME/BR/2016/382 এর শর্ত ২(৯) এবং ২(১২) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

রপ্তানিকারক ২০০১ সাল থেকে বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা করে আসছিলেন বিধায় তাদেরকে নিয়মিত ব্যবসায়িক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গ্রাহক বর্তমানে ব্যবসায়িক অস্বচ্ছলতার কারণে ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন না। তবে তিনি ঋণ পরিশোধ করবেন বলে আমাদের অবহিত করেছেন।

উল্লিখিত বিষয়ে ২৩-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়ের অগ্রগতি জানানোর জন্য রূপালী ব্যাংক লিমিটেডকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

এসএমই নীতিমালা ও ঋণ মঞ্জুরের শর্ত লঙ্ঘন এবং ঋণ প্রশাসন বিভাগের অনুমতি না নিয়ে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে কিন্তু দায়ী ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিত করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও অনাদায়ি টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৩

শিরোনাম : অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ পরবর্তী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় ৩,০৪,২৩,৬৪১ (তিন কোটি চার লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শত একচল্লিশ) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ, উত্তরা মডেল টাউন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১৭ এবং ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ পরবর্তী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় ব্যাংকের ৩,০৪,২৩,৬৪১ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

উত্তরা মডেল টাউন কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স এইচ এস বাটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর ঋণ নথি ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গ্রাহকের অনুকূলে শাখা কার্যালয়ের সুপারিশের প্রেক্ষিতে এসএমই বিভাগের ১৬-০১-২০১৪ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-২৮ এর প্রাক-অনুমোদন এবং ২০-০২-১৪ খ্রি. তারিখের ৮৩ নং স্মারকের মাধ্যমে গ্রাহককে ১৭৫.০০ লক্ষ টাকা মেয়াদি ঋণ, ৫০.০০ লক্ষ টাকা সিসি (হাইপো), এবং এলসি লিমিট ১৬৮.৬৭ লক্ষ টাকাসহ মোট ২২৫.০০ লক্ষ টাকার ঋণসীমা এর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়। উক্ত অনুমোদনের আওতায় গ্রাহককে সিসি (হাইপো) ৫০.০০ লক্ষ এবং মেয়াদি ঋণের ১,৬১,৭৭,০০০ (আইডিপিসহ) টাকা বিতরণ করা হয়।

মঞ্জুরিপত্রের ৮ নং শর্ত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য উদ্যোক্তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক ও সামাজিক সামর্থ্যের বিষয়ে ওয়ার্ক স্টেশন ও শাখা প্রধানকে নিশ্চিত হওয়ার কথা থাকলেও এ সম্পর্কিত কোনো তথ্য বা প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, ঋণের বিপরীতে ৪৭.০০ শতাংশ জমি ও প্রকল্প ভবন এবং প্রকল্পের মেশিনারীজ জামানত নেয়া হয়। ঋণ প্রস্তাবকালে শাখা কর্তৃক জায়গাসমূহের মূল্যায়ন করা হয় ৬১.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প ভবন ও প্রকল্পের মেশিনারীজ এর মূল্যায়ন করা হয় ২৮৮.০৫ লক্ষ টাকা। সে মোতাবেক জামানতসমূহের মোট মূল্য ৩৪৯.০৫ লক্ষ টাকা। অপরদিকে সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ঋণ নীতিমালা ২০১৩ এর ২.১৭ অনুযায়ী উক্তরূপ জমি এবং প্রকল্প ভবন (একটি কাঁচা বাড়ী) জামানত হিসেবে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং গুরুতর অনিয়ম। উক্ত ঋণের ডেট ইকুইটিটির অনুপাত ৫৩:৪৭। ১৬-০১-২০১৪ খ্রি. তারিখের মঞ্জুরিপত্র নং HO/SME/BR/2014/28 এর ৩৪ নং শর্ত অনুসারে ঋণ বিতরণের পূর্বে গ্রাহকের ইকুইটি সংস্থানের সামর্থ্য যাচাই করার উল্লেখ থাকলেও তা পরিপালন করা হয়নি।

প্রসঙ্গত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে মঞ্জুরিপত্রের ২৫ নং শর্ত বার বার পরিবর্তন করা হয় এবং ইকুইটির অর্থ ব্যাংকে নগদ জমা করা ছাড়াই ঋণের কিস্তি ছাড় করা হয়। ইতোমধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও গ্রাহক কিস্তি পরিশোধ না করায় এবং যথাযথ জামানত দ্বারা আবৃত না থাকায় ঋণ আদায়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। ব্ল্যাংক চেক (ঋণের সমপরিমাণ) নেয়া হয়নি যা মঞ্জুরিপত্রের ৩১ নং শর্ত লঙ্ঘন।

প্রকল্প বাস্তবায়ন রিপোর্ট (পিসিআর) ছাড়াই উক্ত প্রকল্পে চলতি মূলধন প্রদান ব্যাংকের ঋণ নীতিমালার শর্ত লঙ্ঘন। প্রকল্পের ভূমি গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের নামে স্থানান্তরিত ও রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি, যা প্রাক-অনুমোদনপত্রের ৪নং শর্তের পরিপন্থী। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ আছে। উক্ত ঋণটির ১১-১২-১৯ খ্রি. তারিখে মোট স্থিতি ৩,০৪,২৩,৬৪১ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০৩)।

অনিয়মের কারণ :

- ঋণ নীতিমালা ২০১৩ এর ২.১৭ নং ধারা/শর্তের লঙ্ঘন।
- ১৬-০১-২০১৪ খ্রি. তারিখের মঞ্জুরিপত্র নং HO/SME/BR/2014/28 এর ৮,২৫,৩১ এবং ৩৪ নং শর্তের লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

যাচাই বাছাই করে ঋণটি দেয়া হয়। ঋণ আদায়ের জন্য গ্রাহককে বিভিন্ন সময়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির করা হলে গ্রাহক টাকা পরিশোধ না করে বরং চলতি মূলধন বাবদ আরো অর্থ দাবি করে। শাখার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত জামানত দেয়ার কথা বলা হলে গ্রাহক অতিরিক্ত জামানত দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তার আবেদন গ্রহণযোগ্য হয়নি। বর্তমানে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালতে মামলা চলমান রয়েছে এবং ঋণ আদায়ে সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত আছে।

উল্লিখিত বিষয়ে ২৩-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়ের অগ্রগতি জানানোর জন্য রূপালী ব্যাংক লিমিটেডকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রকল্প বাস্তবায়ন রিপোর্ট (পিসিআর) ছাড়াই প্রকল্পে চলতি মূলধন প্রদান, ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা যাচাই এবং অনুমোদনপত্রের শর্তাবলি পরিপালন না করে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ ঋণ নীতিমালা পরিপন্থী। ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী কাঁচা বাড়ি জামানত হিসেবে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং গুরুতর অনিয়ম।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও অনাদায়ি টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৪

শিরোনাম : সিসি (হাইপো) ঋণের বিতরণকৃত অর্থ দিয়ে মেয়াদি ঋণের দায় পরিশোধ ও প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট আদায় না করে পুনঃতফসিল করায় ১০,৩০,৬৫,৪৯৯ (দশ কোটি ত্রিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার চারশত নিরানব্বই) টাকা অনাদায়।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৭ এবং ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, সিসি (হাইপো) ঋণ বিতরণ এবং বিতরণকৃত অর্থ দিয়ে মেয়াদি ঋণের দায় পরিশোধ ও প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট আদায় না করে পুনঃতফসিল করায় ব্যাংকের ১০,৩০,৬৫,৪৯৯ টাকা অনাদায় রয়েছে।

স্থানীয় কার্যালয় শাখার গ্রাহক আর এম এম নীট ক্লিথিং লিঃ এর ঋণ নথি ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গ্রাহকের অনুকূলে প্রধান কার্যালয়ের শিল্প ঋণ বিভাগ কর্তৃক পত্র নং-প্রকা/শিঋবি/২০১৫/৫২; তারিখ: ১৬-০৭-২০১৫ খ্রি. এবং অনুমোদন নং-HO/ICD/WC/2015/27 এর মাধ্যমে ৩.০০ কোটি টাকা সিসি (হাইপো) ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে ০৮-১২-২০১৫ খ্রি. তারিখে সংশোধিত অনুমোদন নং-HO/ICD/WC/2015/27 এর মাধ্যমে ৫.০০ কোটি টাকা সিসি (হাইপো) ঋণ মঞ্জুর করা হয়, যা ৯৮০তম বোর্ড সভার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়। কিন্তু শাখা কর্তৃক ঋণ নীতিমালা লঙ্ঘন করে বোর্ডের অনুমোদনের পূর্বেই ২১-০৫-২০১৫ খ্রি. তারিখে উক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়। ব্যাংক স্টেটমেন্ট অনুযায়ী সিসি (হাইপো) ঋণ হিসাব খোলার তারিখ ০৮-০৩-২০১৫ খ্রি.।

সিসি (হাইপো) ঋণ মঞ্জুর/গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিকদের বেতন ভাতাদি, ইউটিলিটি বিল ও কাঁচামাল ট্রয়ের মূল্য পরিশোধ করা। কিন্তু হিসাব বিবরণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ২১-০৫-২০১৫ খ্রি. তারিখে ১,২০,০০,০০০ টাকা উক্ত সিসি (হাইপো) হিসাব ডেবিট করে স্বল্পমেয়াদি ঋণ হিসাব নং-৬৮০০০১৪৮৪ এর কিস্তি পরিশোধ করা হয়েছে, যা ব্যাংকের নিয়মনীতি ও লেন্ডিং পলিসি ২০১৩ এর ৩.৩.১০ নং শর্ত পরিপন্থী ও গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

উল্লেখ্য, প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট আদায় না করে শিল্প ঋণ বিভাগের পত্র নং- প্রকা/শিঋবি/২০১৮/৫৮২; তারিখ: ১৩-০৫-২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে পুনঃতফসিলকরণের অনুমোদন দেওয়া হয় এবং শাখা তা কার্যকর করে। বিআরপিডি সার্কুলার ২০১২/১৫ অনুযায়ী ৯৬.০০ লক্ষ টাকা ডাউনপেমেন্ট আদায় করার কথা থাকলেও শাখা কর্তৃক আদায় করা হয় মাত্র ৫০.০০ লক্ষ টাকা। শিল্পঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয় এর পত্র নং- প্রকা/শিঋবি/২০১৯/১৬৪৩; তারিখ: ১৫-১২-২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে Restructuring (পুনর্বিন্যাস) অনুমোদন করে, যা মূলত পুনঃতফসিল। উক্ত অনুমোদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন নেওয়া হয়নি এবং কোনো ডাউনপেমেন্ট আদায় করা হয়নি, যা বিআরপিডি সার্কুলার ১৫/২০১২ এর অনুচ্ছেদ 1(c) এর পরিপন্থী ও গ্রাহকের প্রতি আর্থিক আনুকূল্য প্রদর্শনের চূড়ান্ত নিদর্শন।

শিল্প ঋণ বিভাগের পত্র নং-প্রকা/শিঋবি/২০১৪/০৬; তারিখ: ১৩-০১-২০১৪ এবং অনুমোদন নং-HO/ICD-1/WC/2014/02; এর মাধ্যমে ডেফার্ড দায় সমন্বয়ের জন্য ১০.০০ কোটি টাকা ২ বছর মেয়াদের জন্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হয়, যার মেয়াদ ১২-০১-২০১৬ খ্রি. তারিখে শেষ হলেও সম্পূর্ণ আদায় হয়নি। ঋণটি শ্রেণিকৃত মানের হলেও পুনঃতফসিলকরণের মাধ্যমে অশ্রেণিকৃত রেখে ব্যাক টু ব্যাক ও পিসি ঋণ সুবিধা প্রদান করছে, যা গ্রাহককে অপ্রাপ্য সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া ২০% মার্জিনে সিসি (হাইপো) ঋণ মঞ্জুর করা হলেও শিল্প ঋণ বিভাগের পত্র নং- প্রকা/শিঋবি/২০১৮/৫৮২; তারিখ: ১৩-০৫-২০১৮ খ্রি. শর্ত নং খ(১) অনুযায়ী নথিতে কোনো স্টক রিপোর্ট পরিলক্ষিত হয়নি। উপরন্তু উক্ত হিসাবে সীমিতরিক্ত লিমিট থাকা অবস্থায় বার বার নবায়ন করা হচ্ছে। শিল্প ঋণ বিভাগের অনুমোদন নং-HO/ICD/WC/2017/14; তারিখ: ১৩-০৪-২০১৭ খ্রি. তারিখের শর্ত নং (জ) তে উক্ত হিসাবের লেনদেন কমপক্ষে ৩ গুণ বৃদ্ধি করার কথা থাকলেও ০.৫ গুণও বৃদ্ধি হয়নি। এছাড়াও মঞ্জুরিপত্র প্রকা/শিঋবি/২০১৮/৫৮২; তারিখ: ১৩-০৫-২০১৮ খ্রি. এর শর্ত নং ড শর্তানুযায়ী সিসি (হাইপো) ঋণের বিপরীতে সমপরিমাণ অংকের পোষ্ট ডেটেড চেক গ্রহণ করার কথা উল্লেখ থাকলেও তা নথিতে পাওয়া যায়নি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০৪)।

অনিয়মের কারণ :

- ঋণ নীতিমালা, ২০১৩ এর ৩.৩.১০ নং ধারা/শর্ত লঙ্ঘন।
- বিআরপিডি সার্কুলার ১৫/২০১২ এর অনুচ্ছেদ 1(c) লঙ্ঘন।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং খ(১), (জ) এবং (ড) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

পর্যদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর থেকে গ্রাহক সিসি (হাইপো) ঋণ সুবিধা ভোগ করা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানের রপ্তানিমূল্য সিসি (হাইপো) ঋণ হিসাবে প্রত্যাভাসিত হবার পর গ্রাহকের অনুরোধে সিসি (হাইপো) হিসাব হতে স্বল্প মেয়াদি ঋণের কিস্তি পরিশোধিত হয়েছে, যা পরবর্তীতে আর করা হয়নি এবং শাখা ভবিষ্যতে এরকম ভুল এড়িয়ে চলতে সচেষ্ট থাকবে। মেয়াদি এবং স্বল্পমেয়াদি ঋণ হিসাবসমূহ গ্রাহকের আবেদন, ডাউনপেমেন্ট জমা এবং পর্যদের অনুমোদনক্রমে পুনঃতফসিলপূর্বক কার্যকর থাকা অবস্থায় ব্যাক টু ব্যাক ও পিসি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ঋণ হিসাবটির লেনদেন বৃদ্ধির জন্য গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা হয়েছে, ভবিষ্যতে শাখার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে তদারকি জোরদার করা হবে। সর্বশেষ প্রধান কার্যালয়ের শিল্প ঋণ বিভাগের ১৫-১২-২০১৯ খ্রি. তারিখের অনুমোদনে ঋণ হিসাবটির নবায়ন অনুমোদিত হয়েছে।

উল্লিখিত বিষয়ে ২৩-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক আগামী এক বছরের ঋণের কিস্তি আদায়ের বিবরণীসহ পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য রূপালী ব্যাংক লিমিটেডকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

বোর্ড সভা ০৮-১২-২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুমোদন করার পূর্বেই শাখা কর্তৃক ঋণ নীতিমালা লঙ্ঘন করে ২১-০৫-২০১৫ খ্রি. তারিখে উক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়। সিসি (হাইপো) ঋণ মঞ্জুর/গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের বেতন ভাতাদি, ইউটিলিটি বিল ও কাঁচামাল ক্রয়ের মূল্য পরিশোধ করা। কিন্তু হিসাব বিবরণীতে দেখা যায় যে, ২১-০৫-২০১৫ খ্রি. তারিখে উক্ত সিসি (হাইপো) হিসাব ডেবিট করে স্বল্পমেয়াদি ঋণ হিসাব নং-৬৮০০০১৪৮৪ এর কিস্তি পরিশোধ করা হয়েছে, যা ব্যাংকের নিয়মনীতি ও লেভিং পলিসির পরিপন্থী ও গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ি টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৫

শিরোনাম : মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে ও অপরিপূর্ণ জামানত নিয়ে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ৩,৬১,৩১,৭২১ (তিন কোটি একষট্টি লক্ষ একত্রিশ হাজার সাতশত একুশ) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৭ এবং ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে ও অপরিপূর্ণ জামানত নিয়ে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ৩,৬১,৩১,৭২১ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

স্থানীয় কার্যালয় শাখার গ্রাহক মেসার্স লাইফ স্টাইল এন্ড কোং এর ঋণ নথি ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গ্রাহকের অনুকূলে ০২-০২-২০১৬ খ্রি. তারিখের মঞ্জুরিপত্র নং এলওডি/ঋণ/২০১৬/১৯১ এবং অনুমোদন নং এলওডি/ঋণ/ওডি/২০১৬/০১ এর মাধ্যমে ৩.০০ কোটি টাকার ওডি ঋণ এবং ১.০০ কোটি টাকা ঋণপত্র সীমা অনুমোদন দেওয়া হয়। পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ এবং এসএমই বিভাগের ০২-১০-২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্র নং- প্রকা/এসএমইবি/শাখা/৩৩৮ এর মাধ্যমে সাধারণ ঋণের আওতায় ০৫ বছর মেয়াদে (০৬ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ) ওডি ঋণ স্থিতি ৩৬১.০৭ লক্ষ টাকা হালনাগাদ সুদসহ ১ম বার পুনঃতফসিলকরণের অনুমোদন দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত ০২-০২-২০১৬ খ্রি. তারিখের মঞ্জুরিপত্র নং এলওডি/ঋণ/২০১৬/১৯১ এ উল্লিখিত জামানতি সম্পত্তি অপেক্ষা বন্ধকীকৃত জামানতি সম্পত্তি কম নেওয়া হয়। মঞ্জুরিপত্রের ০৩ নং শর্ত অনুযায়ী ২৩৭ শতাংশ জামানতের বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও ২২০ শতাংশ জমি বন্ধক নেওয়া হয় যা পরবর্তীতে ঘটনাত্তোর অনুমোদনও নেওয়া হয়নি।

ঋণ নথি হতে পরিলক্ষিত হয় গ্রাহক ঋণের টাকা দিয়ে ১.৩৫ কোটি টাকা মূল্যের একটি টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো জিপ গাড়ি ক্রয় করেন (গাড়ি নং- ঢাকা মেট্রো : ঘ-১৫-২৩৩৭)। উল্লেখ্য যে, মঞ্জুরিপত্রে মেসার্স লাইফ স্টাইল এন্ড কোং কে প্রতিষ্ঠানের মালামাল ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়েছিল।

গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের প্রোপ্রাইটর জনাব সোবায়েল সারোয়ার এর ব্যক্তিগত দায় ও সম্পদের বিবরণী অনুযায়ী তার মোট সম্পদ ১,০৩,০০,৩০০ টাকা। গ্রাহক বিভিন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হতে Leftover & Stocklot মালামাল ক্রয় করে ভারত, দুবাই ও যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে মর্মে জানালেও তা যাচাই না করেই গ্রাহকের ৩১-০১-২০১৬ খ্রি. তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংকের ০২-০২-২০১৬ খ্রি. তারিখে ঋণ বিতরণ করে।

উল্লেখ্য, ১ম বার পুনঃতফসিলীকরণ অনুমোদনের পর পুনঃতফসিলের ২নং শর্তানুযায়ী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু আছে কিনা তার তথ্য এবং স্টকলটের পূর্ণাঙ্গ তথ্য এসএমই বিভাগে প্রেরণ করাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাদি ব্যাংক কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে এমন কোনো প্রমাণক নথিতে পাওয়া যায়নি। পুনঃতফসিলের শর্তানুযায়ী ত্রৈমাসিক কিস্তিতে কিস্তি পরিশোধ করার উল্লেখ থাকলেও ১১-১০-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে নিরীক্ষাকালীন পর্যন্ত কোন কিস্তি না দেওয়া সত্ত্বেও গ্রাহককে কোনো তাগিদপত্র দেওয়া হয়নি বা কোনো আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। উক্ত ঋণটির ৩১-১২-২০১৯ খ্রি. তারিখে মোট স্থিতি ৩,৬১,৩১,৭২১ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০৫)।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলির ৩ নং শর্ত লঙ্ঘন।
- পুনঃতফসিল অনুমোদনপত্রের ২ নং শর্ত লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

ঋণের বিপরীতে অনুমোদিত শর্তাবলি এবং জামানত সংক্রান্ত দলিলাদি সংশোধন ও জমাকরণের জন্য গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে গত ১০-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ঋণ হিসাবটি সম্পূর্ণ ভাবে পরিশোধের অঙ্গীকার করে গ্রাহক প্রতিষ্ঠান গত ০১-১০-২০১৯ খ্রি. তারিখে সুদ মওকুফ আবেদন করে যা বর্তমানে প্রধান কার্যালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। উল্লিখিত বিষয়ে ২৩-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক ঋণ আদায়ের সর্বশেষ অগ্রগতিসহ পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য রূপালী ব্যাংক লিমিটেডকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অনুমোদিত ঋণের বিপরীতে মঞ্জুরিপত্রে উল্লিখিত জামানত অপেক্ষা কম জামানত নেওয়া এবং বিতরণকৃত ঋণের টাকা ব্যবসা খাতে ব্যবহার না করে অন্য খাতে (ব্যক্তিগত গাড়ি ক্রয়) ব্যবহার করা হয়েছে যা গুরুতর অনিয়ম।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ি টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৬

শিরোনাম : অননুমোদিত ডেফার্ড এলসি স্থাপন ও তা ফোর্সড লোন সৃষ্টির মাধ্যমে পরিশোধ, জামানতের অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ প্রদান এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম না থাকায় মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত হওয়ায় ২০,৭৫,১৭,১৭৫ (বিশ কোটি পঁচাত্তর লক্ষ সতেরো হাজার একশত পঁচাত্তর) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৭ এবং ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, অননুমোদিত ডেফার্ড এলসি স্থাপন ও তা ফোর্সড লোন সৃষ্টির মাধ্যমে পরিশোধ, জামানতের অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ প্রদান এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম না থাকায় মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত হওয়ায় ২০,৭৫,১৭,১৭৫ টাকা আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

স্থানীয় কার্যালয় শাখার গ্রাহক সেইফ অফ দ্যা সিটি এর ঋণ নথি ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গ্রাহকের অনুকূলে প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগ এর পত্র নং- প্রকা/এসএমইবি/শাখা/৪৩২; তারিখ: ১৬-১০-২০১২ খ্রি.এর মাধ্যমে মেয়াদি ও চলতি ঋণ অননুমোদিত হয়। উক্ত অননুমোদনের পূর্বেই শাখা কর্তৃক ০২-০৮-২০১২ খ্রি. তারিখে রেজিস্ট্রারের মেশিনারিজ এবং ফার্নিচার ক্রয়ের জন্য প্রধান কার্যালয়ের অননুমোদন ছাড়া ৫% মার্জিনে ২,২৭,৮৭,২০০ টাকা মূল্যমানের একটি ডেফার্ড এলসি যার নং ০২৬৩১২৯৯০০৮৭ স্থাপন করা হয়। প্রধান কার্যালয়, সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগ এর পত্র নং-প্রকা/এসএমইবি/শাখা/২৬৮; তারিখ: ২১-০৬-২০১৫ খ্রি. এর মাধ্যমে উক্ত বিষয়ে শাখার ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হয়। বিলটি ০৯-০২-২০১৩ খ্রি. তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও গ্রাহক কর্তৃক বিলের মূল্য পরিশোধিত না হওয়ায় শাখা কর্তৃক ইউসিপি-৬০০ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী বিলমূল্য পরিশোধের বাধ্যবাধকতার প্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত গত ২৫-০২-২০১৫ তারিখে ২,২৭,৯৭,৯৫৪ টাকা মূল্যের ফোর্সড লোন তৈরি করা হয়। কিন্তু উক্ত ঋণের অনুকূলে কোনো সহায়ক জামানত গ্রহণ করা হয়নি। ফোর্সড লোনটি বর্তমানে মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত এবং স্থিতি ২,২৮,৩৩,৯৫৪ টাকা।

উল্লেখ্য, শাখা কর্তৃক ৩০-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সরেজমিন যাচাইকরণ ও সহায়ক জামানতের মূল্যায়ন প্রতিবেদন জামানতের মোট মূল্য দেখানো হয় ৪.১২ কোটি টাকা। কিন্তু ঋণ বিতরণের সময় ১৮-০৩-২০১৩ খ্রি. তারিখে জামানতকৃত সম্পত্তির মূল্য দেখানো হয়েছিল ৯.৩৮ কোটি টাকা। এছাড়াও পরিদর্শনকালে প্রকল্প এবং কর্পোরেট অফিসের ঠিকানায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পাওয়া যায়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। শাখার পরিদর্শন রিপোর্ট অনুযায়ী সম্পত্তির অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে এবং সর্বোচ্চ ঋণসীমার অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া পুনঃতফসিলকরণের পর কোনো কিস্তি আদায় হয়নি।

সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগ এর পত্র নং-প্রকা/এসএমইবি/শাখা/২৬৮; তারিখ: ২১-০৬-২০১৫ খ্রি. এর ২ নং তথ্য অনুযায়ী মেয়াদি ও সিসি (হাইপো) ঋণের ৬ টি কিস্তি খেলাপি হওয়া সত্ত্বেও ঋণ হিসাবটি অশ্রেণিকৃত দেখানো হয়েছে। ঋণ প্রশাসনের অননুমোদন ব্যতিরেকে ১৯৫.৮৮ লক্ষ টাকা ছাড়করণ হয় যা পরবর্তীতে ঘটনাত্তোর অননুমোদন নেওয়া হয়। গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স মারমেড এগ্রো ফার্ম লিঃ এর অনুকূলে এসএমই বিভাগ এর পত্র নং- প্রকা/এসএমইবি/শাখা/৬২৫; তারিখ: ৩১-১০-২০১০ খ্রি. এর মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদি ঋণ ২৪৫.৮২ লক্ষ টাকা ও চলতি মূলধন ঋণ ১৬০.৮৪ লক্ষ টাকা অননুমোদন দেয়। রিলেশনশিপ অফিসার এর বর্ণনামতে বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের কোনো কার্যক্রম নেই এবং সহায়ক জামানতের অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ঋণটি মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত। দীর্ঘদিন যাবৎ ঋণটি মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত হলেও অদ্যাবধি শাখা কর্তৃক ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সর্বমোট ঋণ স্থিতি (৮,৭৮,৩৩,৮০৪+১১,৯৬,৮৩,৩৭১) বা ২০,৭৫,১৭,১৭৫ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ৬)।

অনিয়মের কারণ :

মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলির ০১ নং ও ০৭ নং শর্ত লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

শ্রেণিকৃত হয়ে পড়া ঋণটি আদায়ের লক্ষ্যে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয় পত্র নং-প্রকা/আদায়/৯৭৮; তারিখ: ০২-১২-২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি সাপেক্ষে মূলতবি সুদ এবং অনারোপিত সুদের ১০০% মওকুফপূর্বক অবশিষ্ট ঋণাংক ১ (এক) বছরের থ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ৮ বছর মেয়াদে সুদবিহীনভাবে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের অননুমোদন প্রদান করে। পরবর্তীতে গ্রাহক কোনো কিস্তি প্রদান না করায় ঋণটি পুনরায় শ্রেণিকৃত হয়ে পড়ে। শাখা কর্তৃক গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন আছে।

উল্লিখিত বিষয়ে ২৩-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়ের অগ্রগতি জানানোর জন্য রূপালী ব্যাংক লিমিটেডকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত ফোর্সড লোন তৈরি এবং এর অনুকূলে কোনো সহায়ক জামানত গ্রহণ করা হয়নি। তদুপরি জামানতকৃত সম্পত্তির অতিমূল্যায়ন এবং এমসিএল এর অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও পরিদর্শনকালে সময়ে প্রকল্প এবং কর্পোরেট অফিসের ঠিকানায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পাওয়া যায়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত গুরুতর অনিয়মের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়নি এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

উক্ত অনিয়মের সাথে সংশ্লিষ্টদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণসহ সমুদয় অনাদায়ি টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৭

শিরোনাম : বাংলাদেশ ব্যাংকের শর্ত পরিপালন না করে পুনঃতফসিলীকরণ এবং মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে নতুন করে ঋণ বিতরণ করায় মোট- ১২৫,১৩,০২,৯২৯ (একশত পঁচিশ কোটি তেরো লক্ষ দুই হাজার নয়শত ঊনত্রিশ টাকা) অনাদায়ি।

বিবরণ:

রূপালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৭ এবং ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের শর্ত পরিপালন না করে পুনঃতফসিলীকরণ এবং মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে নতুন করে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের মোট- ১২৫,১৩,০২,৯২৯ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

স্থানীয় কার্যালয় শাখার গ্রাহক মেসার্স বিউটিফুল জ্যাকেটস লিঃ এর ঋণ নথি ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গ্রাহকের অনুকূলে প্রধান কার্যালয়ের শিল্পঋণ বিভাগের ১৩-১১-২০১৮ খ্রি. তারিখের ঋণ পুনঃতফসিল অনুমোদন নং HO/ICD/RES/2018/16 (A) এবং HO/ICD/RES/2018/28 (A) এর মাধ্যমে সিসি (হাইপো) ঋণের সীমিতরিক্ত দায় ৩.০৪২১ কোটি টাকা হালনাগাদ সুদসহ ০৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড সহ ৯% হার সুদে ৫ বছরে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ প্রদান করা হয়। পুনঃতফসিল অবশিষ্ট সিসি হাইপো ঋণসীমা ১৩.০০ কোটি টাকা ০১ বছর মেয়াদে নবায়ন করা হয়।

উল্লেখ্য, গ্রাহকের নামে ২টি ব্লকড, ১টি ওডি, ১টি সিসি (হাইপো) ও রূপান্তরিত মেয়াদি ঋণসহ সর্বমোট ১০টি ঋণ রয়েছে যার অনুমোদিত ঋণ ১১৫.৫২৪২ কোটি টাকা এবং বর্তমান স্থিতি ১২৫.১৩০৩ কোটি টাকা (তারিখ: ১৩-০২-২০১৯ খ্রি. ভিত্তিক)। কিন্তু সমুদয় ঋণের বিপরীতে জামানত প্রকল্পস্থিত ভূমি ৩৩১ শতাংশ যার মূল্য ৪৫.০০৬৮ কোটি টাকা এবং বিল্ডিং ও মেশিনারিজের মূল্য ৫৯.০০১৭ কোটি টাকা। ঋণ নীতিমালা ২০১৩ অনুসারে MCL হয় $(৪৫.০০৬৮ \times ৭৫\% + ৫৯.০০১৭ \times ৫০\%)$ বা ৬৩.২৫৬০ কোটি টাকা। জামানত ঘাটতি $(১২৫.১৩০৩ - ৬৩.২৫৬০)$ বা ৬১.৮৭৪৩ কোটি টাকা।

প্রসঙ্গত উক্ত ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এর পত্র নং বিআরপিডি (পি-১)/৬৬১/১৩(চ)/২০১৮-৭০৬৭; তারিখ: ২০-০৯-২০১৮ খ্রি. এর (ক) তে শুধু চলমান ঋণের সীমিতরিক্ত দায় ৩.০৪ কোটি টাকা পুনঃতফসিলের অনুমোদন দেয়। কিন্তু শিল্পঋণ বিভাগ প্রধান কার্যালয় এর সূত্র নং- প্রকা/শিঋবি/২০১৮/১৩৭৫; তারিখ: ১৩-১১-২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে সিসি (হাইপো) ঋণের সীমিতরিক্ত দায় ৩.০৪২১ কোটি টাকা ও হালনাগাদ সুদ ১.১৪৯১ কোটি টাকাসহ পুনঃতফসিলের অনুমোদন দেওয়া হয় এবং সে হিসেবে ২০-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখে ৪.১৯১২ কোটি টাকার Medium Loan (Term) হিসাব খোলে।

প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট আদায় না করে শিল্প ঋণ বিভাগ প্রধান কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদন নং HO/ICD/RES/2018/16(A); তারিখ: ১৩-১১-২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে অনুমোদন করে এবং শাখা কর্তৃক তা বাস্তবায়ন করে। অলাভজনক উৎপাদনশীল খাত হওয়া সত্ত্বেও পুনঃতফসিলীকরণ করা হয় যা বিআরপিডি সার্কুলার ১৫/২০১২ এর অনুচ্ছেদ ০১ এর a এবং c এর পরিপন্থী এবং উক্ত ঋণ হতে ১টি কিস্তিও আদায় হয়নি।

শিল্প ঋণ বিভাগ প্রধান কার্যালয় এর সূত্র নং- প্রকা/শিঋবি/২০১৭/৭৪৭; তারিখ: ১৪-০৬-২০১৭ খ্রি. এর মাধ্যমে মেয়াদি ঋণ ৪.২২ কোটি টাকা অনুমোদন করে। উক্ত ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-০৮ এ উল্লেখ ছিল সিসি (হাইপো) ঋণ হিসাবের সীমিতরিক্ত স্থিতি আদায়পূর্বক অনুমোদন কার্যকর করতে হবে অথচ সীমিতরিক্ত দায় ১,২৩,৫৬,৫৪৫ টাকা থাকা অবস্থায়ই ঋণ বিতরণ করা হয় এবং মঞ্জুরিপত্রের ০১ নং শর্ত ভঙ্গ করে কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন রিপোর্ট দাখিল না করে মোট ৪টি কিস্তির মাধ্যমে ৩.৩০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়।

গ্রাহকের নামীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স দেশ লংকা লিঃ এবং লাইফ স্টাইল এন্ড কোং নামে উক্ত ব্যাংকে ২টি ওডি ঋণ আছে- যার স্থিতি যথাক্রমে ৩৪০.৬৮ লক্ষ টাকা এবং ৩৬১.৭২ লক্ষ টাকা। উক্ত ঋণদ্বয়ের ঋণসীমা ৩০০.০০ লক্ষ টাকা করে এবং দুটি ঋণই মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০৭)।

অনিয়মের কারণ :

- বিআরপিডি সার্কুলার ১৫/২০১২ এর অনুচ্ছেদ ০১ এর a এবং c লঙ্ঘন।
- বাংলাদেশ ব্যাংক এর পত্র নং বিআরপিডি (পি-১)/৬৬১/১৩(চ)/২০১৮-৭০৬৭, তারিখ: ২০-০৯-২০১৮ এর (ক) লঙ্ঘন।
- মঞ্জুরিপত্রের ০৮ নং শর্ত লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

ঋণের বিপরীতে অনুমোদিত শর্তাবলি এবং জামানত সংক্রান্ত দলিলাদি সংশোধন ও জমাকরণের জন্য গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে ১০-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ঋণ হিসাবটি সম্পূর্ণ ভাবে পরিশোধের অঙ্গীকার করে গ্রাহক প্রতিষ্ঠান ০১-১০-২০১৯ খ্রি. তারিখে সুদ মওকুফ আবেদন করে যা বর্তমানে প্রধান কার্যালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

উল্লিখিত বিষয়ে ২৩-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক ঋণ আদায়ের সর্বশেষ অগ্রগতিসহ পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য রূপালী ব্যাংক লিমিটেডকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অলাভজনক খাত হওয়া সত্ত্বেও ঋণটি পুনঃতফসিলীকরণ করা হয় যা বিআরপিডি সার্কুলার ১৫/২০১২ এর পরিপন্থী। উক্ত ঋণ হতে ১টি কিস্তিও আদায় না হওয়া ও সীমিতরিজ দায় থাকা অবস্থায়ই মঞ্জুরিপত্রের শর্ত ভঙ্গ করে এবং কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন রিপোর্ট দাখিল না করে মেয়াদি ঋণ বিতরণ করা হয় যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ঋণ নীতিমালার পরিপন্থী।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

বর্ণিত অনিয়মের দায়দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৮

শিরোনাম : মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে ঋণ বিতরণ ও নবায়ন করায় ব্যাংকের ১১,৬৮,০৮,১১৭ (এগারো কোটি আটশটি লক্ষ আট হাজার একশত সতেরো) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ:

রূপালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৭ এবং ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে ঋণ বিতরণ ও নবায়ন করায় ব্যাংকের ১১,৬৮,০৮,১১৭ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

স্থানীয় কার্যালয় শাখার গ্রাহক মতিঝিল ট্রেড সেন্টার এর ঋণ নথি ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গ্রাহকের অনুকূলে প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগ ১৩-০৭-২০১৬ খ্রি.তারিখের ঋণ অনুমোদন নং- প্রকা/এসএমইবি/চলতি মূলধন/২০১৬/২২ এর মাধ্যমে ১০.০০ কোটি টাকা চলতি মূলধন ঋণ অনুমোদন করে। গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের ও এর স্বত্বাধিকারীর নামীয় ভিন্ন ব্যাংকের দায় গ্রাহকের নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধের পর ঋণ বিতরণ করার শর্ত দেওয়া হলেও মঞ্জুরিপত্রের ১ নং শর্ত লঙ্ঘন করে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ করা হয়।

প্রসঙ্গত রূপালী ব্যাংক লিঃ এর ক্রেডিট ম্যানুয়াল ২০১৩ এর পরিশিষ্ট ৮ মোতাবেক যাবতীয় দলিলাদি/কাগজ পত্রাদি সংগ্রহপূর্বক ঋণের ডকুমেন্টেশন সম্পাদন সাপেক্ষে অনুমোদিত ঋণ বিতরণ করতে হবে। কিন্তু উক্ত গ্রাহকের ক্ষেত্রে সহায়ক জামানত ক্রমিক নং-২ এ তফসিলকৃত সম্পত্তি ২৯.৮৯ শতাংশ এর মূল দলিল শাখায় জমা গ্রহণ না করে ঋণ নীতিমালা লঙ্ঘন করে উক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়, যা ব্যাংকের স্বার্থ বিরোধী ও গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

এছাড়া সন্তোষজনক লেনদেন না থাকা সত্ত্বেও সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগ, প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং- প্রকা/এসএমইবি/শাখা/৫৬৩; তারিখ: ৩১-১২-২০১৭ খ্রি. এর অনুমোদন নং- প্রকা/এসএমইবি/২০১৭/২৭ এর মাধ্যমে সীমিত ৫৭,২৮,৩৫৩ টাকা (লিমিট ১০.০০ কোটি টাকা) থাকা অবস্থায় ঋণটি নবায়ন করা হয়। ঋণটির বর্তমান স্থিতি ১১,৬৮,০৮,১১৭ টাকা।

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২৩ এ উক্ত ঋণটিকে মূলত তদারকি ঋণ হিসাবে বিবেচনা করতে এবং এর যথাযথ ব্যবহার ও সম্পূর্ণ আদায়ের বিষয়ে শাখা ব্যবস্থাপককে নিশ্চিত হতে এবং শর্ত নং-২৯ অনুযায়ী মেয়াদপূর্তির পূর্বে ঋণটি সমন্বয় করার কথা উল্লেখ থাকলেও শাখা কর্তৃক তদারকি করা হচ্ছে না। বর্তমানে ঋণটি মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত।

গ্রাহককে যদিও সিসি (হাইপো) ঋণ প্রদান করা হয়, তথাপি প্রাথমিক জামানত হিসাবে মজুদকৃত মালামালের কোনো বিবরণী ঋণ বিতরণের সময় নথিতে পরিলক্ষিত হয়নি। এমনকি নবায়নের সময় যে স্টক রিপোর্ট গ্রাহক কর্তৃক শাখায় জমা করা হয় তা শাখা কর্তৃক যাচাই করা হয়নি এবং প্রাথমিক জামানতের মার্জিন সংরক্ষিত হয়নি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০৮)।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের ১, ২৩ ও ২৯ নং শর্ত লঙ্ঘন।
- ক্রেডিট ম্যানুয়াল, ২০১৩ এর পরিশিষ্ট ৮ পরিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের ও এর স্বত্বাধিকারীর নামীয় ভিন্ন ব্যাংকের দায় গ্রাহকের নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধের পর ঋণ বিতরণ করা হয়। বন্ধককৃত ২৯.৮৯ শতাংশের দলিলটি বাটোয়ারা দলিল হওয়ায় একাধিক মালিকানা থাকার কারণে মূল দলিলটি শাখায় জমা করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন।

উল্লিখিত বিষয়ে ২৩-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SEI) হিসেবে জারি করা হলে ১১-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়ের অগ্রগতি জানানোর জন্য রূপালী ব্যাংক লিমিটেডকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের ও এর স্বত্বাধিকারীর নামীয় ভিন্ন ব্যাংকের দায় গ্রাহকের নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধের পর ঋণ বিতরণ করা হয় এর সপক্ষে নথিতে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। রূপালী ব্যাংক লি. এর ক্রেডিট ম্যানুয়াল ২০১৩ এর পরিশিষ্ট ৮ মোতাবেক সহায়ক জামানত ২৯.৮৯ শতাংশ এর মূল দলিল শাখায় জমা গ্রহণ না করে ঋণ নীতিমালা লঙ্ঘন করে উক্ত ঋণ বিতরণ করা হয় যা ব্যাংকের স্বার্থ বিরোধী ও গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

নিরীক্ষার সুপারিশ : অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ি টাকা দ্রুত আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৯

শিরোনাম : অস্তিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠানের অনাদায়ি ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পরও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ৫,৮১,১২,১৬৪ (পাঁচ কোটি একাশি লক্ষ বারো হাজার একশত চৌষট্টি) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৭ এবং ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, অস্তিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠানের অনাদায়ি ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পরও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ৫,৮১,১২,১৬৪ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

স্থানীয় কার্যালয় শাখার গ্রাহক বিডি ফ্যাশন সোর্সিং লিমিটেড এর ঋণ নথি ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গ্রাহকের অনুকূলে সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগের ১৬-০৩-২০১৬ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-প্রকা/এসএমইবি/শাখা/৯৫ (অনুমোদন নং-প্রকা/এসএমইবি/চলতি মূলধন/২০১৬/৭২) এর মাধ্যমে বিডি ফ্যাশন সোর্সিং লিমিটেডকে সিসি (হাইপো) ঋণ ৫.০০ কোটি টাকার ঋণসীমা এর অনুমোদন প্রদান করা হয়। সর্বশেষ ০৮-১০-২০১৮ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-প্রকা/এসএমইবি/শাখা/৩৫৬ (অনুমোদন নং-প্রকা/এসএমইবি/পুনঃতফসিলীকরণ/২০১৮/১৮) এর মাধ্যমে এসএমই এর আওতায় চলতি মূলধন ঋণস্থিতি ৬৩১.৩০ লক্ষ টাকা (৩০.০৯.২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত অনারোপিত) ১ম বার পুনঃতফসিলের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, বন্ধক সম্পত্তির সঠিকতা যাচাই-বাছাই করার নিমিত্ত শাখা কর্তৃক একটি তদন্ত দল গঠন করা হয়। তদন্তদল কর্তৃক বন্ধক সম্পত্তি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক বিগত ১৯-১১-২০১৬ খ্রি. তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে যে, বিডি ফ্যাশন সোর্সিং লিমিটেড নামে কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। ঋণের নথিতে সংরক্ষিত বিডি ফ্যাশন সোর্সিং লিমিটেড এর ঠিকানা : চালাবন গণকবরস্থান রোড, দক্ষিণ খান এর ৩ নং প্লট, দাগ নং-২২১৫ এ সাফা লেভেল এন্ড এক্সেসরিজ লিমিটেড ও আলিফ এক্সেসরিজ লিমিটেড (এমব্রয়ডারী ইউনিট) নামে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার মালিক জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন। তদন্তদল আরও উল্লেখ করেন পাশের প্লট/বাড়ীর মালিক জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল এর সাথে আলাপ করে অধিকতর নিশ্চিত হওয়া যায় যে, উক্ত ৩নং প্লটের মালিক জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকও জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, বিডি ফ্যাশন সোর্সিং লিমিটেড নামে কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বর্ণিত ঠিকানায় নেই। অস্তিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে ব্যাংকের প্রত্যক্ষ আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে। এছাড়া ০৮-১০-২০১৮ খ্রি. তারিখে বিআরপিডি সাকুলার ১৫/২০১২ এর অনুচ্ছেদ ০১ (a) লঙ্ঘন করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ঋণটি পুনঃতফসিলীকরণ করা হয়।

প্রসঙ্গত সহায়ক জামানত হিসাবে ঋণের বিপরীতে ময়মনসিংহ জেলার, ভালুকা উপজেলার মেদুয়ারী মৌজাস্থ ৩৮৩.০০ শতাংশ ভূমি বন্ধক হিসাবে গ্রহণ করা হয় যার তাৎক্ষণিক বিক্রয়মূল্য ৮.২৫ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। শাখা কর্তৃক উক্ত জামানতের সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে ২৪-০৫-২০১৭ তারিখের সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ২৩৩ শতাংশ জমির বাজার মূল্য ২.৩৩ কোটি টাকা। কিন্তু ঋণ প্রদানের পূর্বে ২৩৩ শতক জমির বাজার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ৫.৮২ কোটি টাকা। সে মোতাবেক ২৩৩ শতাংশ জমির মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ৩.৪৯ কোটি বেশি দেখানো হয়েছে।

অপরদিকে উক্ত জামানতের সঠিকতা যাচাইয়ের ২৪-০৫-২০১৭ খ্রি. তারিখের সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ আছে যে, বন্ধক সম্পত্তির মধ্যে ১৫০ শতাংশ জমির সঠিকতা পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ ১৫০ শতাংশ জামানতকৃত জমি ভূয়া। ভূয়া জামানত গ্রহণপূর্বক ঋণ প্রদান করায় অতি উচ্চ ঋণ ঝুঁকি সৃষ্টি করাসহ ব্যাংকের স্বার্থ মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে যা গুরুতর অনিয়ম।

আরও উল্লেখ্য, উক্ত ঋণ ১৬-০৩-২০১৬ খ্রি. অনুমোদনের পর থেকে ১৫-০৩-২০১৭ খ্রি. (ঋণের মেয়াদকালীন) পর্যন্ত মোট- ৪.৯৯ কোটি টাকা বিতরণের বিপরীতে ঋণ হিসাবে জমা মাত্র ১৭,০০০ টাকা। ফলে ঋণের মেয়াদ শেষে সুদসহ ঋণস্থিতি ৫.৫৩ কোটি টাকা এবং ৩১-১২-২০১৭ খ্রি. তারিখে সুদসহ ঋণস্থিতি ৬.৩০ কোটি টাকা এর বিপরীতে ঋণ হিসাবে জমা মাত্র ৩৫,০০০ টাকা। এমতাবস্থায় ০৮-১০-২০১৮ খ্রি. তারিখে ঋণটি পুনঃতফসিল করা হলেও ১০-০৩-২০২০ খ্রি. (অডিট চলাকালীন) পর্যন্ত আর কোনো টাকা ঋণ হিসাবে জমা করা হয়নি। উল্লিখিত সময়ে ঋণ হিসাবটির ঋণস্থিতি ৫.৮১ কোটি টাকা। ঋণটি ৩১-১০-২০১৯ খ্রি. তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও তা আদায় না করায় এবং যথাযথ জামানত দ্বারা আবৃত না থাকায় সমুদয় ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে।

এছাড়া ঋণ আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও পুরোপুরিভাবে ঋণটি আদায় হবে না কারণ গ্রাহক অবগত আছেন যে ঋণটির জামানত অতিমূল্যায়ন করে ঋণ নিয়েছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে ঋণ বিতরণের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে বন্ধক সম্পত্তি অতিমূল্যায়ন দেখিয়ে ঋণ বিতরণ করে ঋণটিকে প্রত্যক্ষ আর্থিক ঝুঁকিতে ফেলে গুরুতর অনিয়ম করেছেন (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৯ এ)।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের জ (৩) ও (৪) ও (৯) নং শর্ত লঙ্ঘন।
- বিআরপিডি সার্কুলার ১৫/২০১২ এর অনুচ্ছেদ ০১ (a) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

শ্রেণিকৃত হয়ে পড়া ঋণটি আদায়ের লক্ষ্যে গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বর্তমানে অর্থঋণ আদালতের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় মামলার কার্যক্রম স্থগিত আছে। শাখা কর্তৃক ঋণটি আদায়ের লক্ষ্যে গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

উল্লিখিত বিষয়ে ২৩-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়ের অগ্রগতি জানানোর জন্য রূপালী ব্যাংক লিমিটেডকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানে ভুয়া জামানতে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়নি। উক্ত ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

উক্ত অনিয়মের সাথে সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক চলমান মামলা জোরদার করে সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১০

শিরোনাম : সহায়ক জামানত অতিমূল্যায়ন করে ঋণ প্রদান এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পরও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ৫,২৮,৮২,১১১ (পাঁচ কোটি আটশ লক্ষ বিরাশি হাজার একশত এগারো) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৭ এবং ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, সহায়ক জামানত অতিমূল্যায়ন করে ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পরও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ৫,২৮,৮২,১১১ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

স্থানীয় কার্যালয় শাখার গ্রাহক মেসার্স ফিমো কনস্ট্রাকশন এর ঋণ নথি ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গ্রাহকের অনুকূলে প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগের পত্র নং-প্রকা/এসএমইবি/ শাখা/২০১৬/ ৩৪২; তারিখ: ২১-০৬-২০১৬ খ্রি. (অনুমোদন নং-প্রকা/এসএমইবি/২০১৬/২৬)এর মাধ্যমে গ্রাহককে এসএমই (মাঝারি) ঋণের আওতায় চলতি মূলধন ঋণ ৪.৫০ কোটি টাকার ঋণসীমা অনুমোদন প্রদান করা হয়, যার মেয়াদ ১ বছর।

প্রসঙ্গত ঋণের বিপরীতে জামানত নেয়া হয় ৭৯.০০ শতাংশ জমি যার ক্রয়মূল্য ২২,৯১,০০০ টাকা (জমির দলিল নং-৫৮৯৮ ও ৫৮৯৬, তারিখ: ০৬-০৪-২০১৬ খ্রি.)। ঋণ প্রস্তাবকালে শাখা কর্তৃক জমির তাৎক্ষণিক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয় ৬,৭১,০০,০০০ টাকা (২১-০৪-২০১৬ খ্রি. তারিখে ২২ কলাম বিশিষ্ট সম্পত্তির বিবরণী অনুযায়ী)। অর্থাৎ মাত্র ১৫-১৬ দিনের ব্যবধানে জমির তাৎক্ষণিক বিক্রয়মূল্য ২৯ গুণ বেশি দেখানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ব্যাংক কর্তৃক ১০-১২-২০১৬ খ্রি. তারিখে সরেজমিন বন্ধকি সম্পত্তি পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতি শতক জমি প্রায় ৩.৫০ লক্ষ টাকা করে ৭৯.০০ শতক জমির মূল্য ২৭৬.৫০ লক্ষ টাকা হতে পারে। সে মোতাবেক ঋণ প্রদানকালে জমির মূল্য প্রকৃত মূল্যের ২.৪১ গুণ দেখানো হয়েছে। সম্পত্তির অতিমূল্যায়ন দেখিয়ে ঋণটিকে প্রত্যক্ষ আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে ফেলা হয়েছে। এছাড়া রাজউকের ২৫-০৪-২০১৬ খ্রি. তারিখের পত্র নং-রাজউক/ন.প/৫-৫৪২/২৪৭ মোতাবেক বন্ধকি জমির মৌজাস্থিত ড্যাপ এর বন্যা প্রবাহ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত আছে বলে রাজউক কর্তৃক উক্ত স্মারকের মাধ্যমে অবহিত করা হলেও এ বৃহৎ অংকের ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ব্যাংকের ঋণ নীতিমালা-২০১৩ এর অনুচ্ছেদ ২.১৩ এর ৫ (ঘ) অনুযায়ী ৪.৫০ কোটি টাকা ঋণের বিপরীতে ১.৩৩ গুণ হিসেবে ৫.৯৮ কোটি টাকার জামানত নেয়ার কথা সেখানে মাত্র ২.৭৬ কোটি টাকার জামানত গ্রহণ করা হয়েছে যা অতি নগণ্য। অধিকন্তু জমিসমূহ বিক্রয়যোগ্য না হওয়ায় ঋণটি সম্পূর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ। ঋণটি ২০-০৬-২০১৭ খ্রি. তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও গ্রাহক পরিশোধ না করায় এবং যথাযথ জামানত দ্বারা আবৃত না থাকায় আদায়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে।

আরো উল্লেখ্য, উক্ত অনুমোদনের আওতায় ৪.৫০ কোটি টাকার ঋণসীমা অনুমোদনের পর ১১-০৭-২০১৬ খ্রি. হতে ২৭-০৩-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ঋণ হিসাবে লেনদেন করলেও পরবর্তীতে আর কোনো লেনদেন করা হয়নি এবং ঋণ হিসাবটি নবায়নও করা হয়নি। অর্থাৎ ঋণটি ২০-০৬-২০১৭ খ্রি. তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর অডিটকালীন (২৭-০২-২০২০ খ্রি.) পর্যন্ত নবায়ন করা বা কোনো টাকা জমা করা হয়নি। বর্তমানে ঋণ হিসাবটি মেয়াদোত্তীর্ণ এবং মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত। মোট দায়স্থিতি ৫,২৮,৮২,১১১ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ১০)।

অনিয়মের কারণ :

ব্যাংকের ঋণ নীতিমালা-২০১৩ অনুচ্ছেদ ২.১৩ এর ৫ (ঘ) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

ঋণ প্রদানের পূর্বে শাখার পরিদর্শক দল সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রাপ্ত বাজার মূল্যের ভিত্তিতে জমির মূল্যায়ন করে। বন্ধকিকৃত ভূমি ড্যাপ এর বন্যাপ্রবাহ এলাকা হলেও সম্পত্তির বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে ঋণটি শ্রেণিকৃত। ঋণটি আদায়ের লক্ষ্যে গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বর্তমানে অর্থঋণ আদালতের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় মামলার কার্যক্রম স্থগিত আছে।

উল্লিখিত বিষয়ে ২৩-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়ের অগ্রগতি জানানোর জন্য রূপালী ব্যাংক লিমিটেডকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

বন্ধকিকৃত ভূমি ড্যাপ এর বন্যাপ্রবাহ এলাকা হওয়া সত্ত্বেও অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ প্রদানে জড়িতদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়নি। উক্ত ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

উক্ত অনিয়মের সাথে সংশ্লিষ্টদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক চলমান মামলা জোরদার করে সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১১

শিরোনাম : বারবার পুনঃতফসিল করা সত্ত্বেও মেয়াদি ও সিসি (হাইপো) ঋণ অনাদায়ি এবং শ্রেণিকৃত থাকা অবস্থায় শাখা ব্যবস্থাপকের আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্ত ফোর্সড লোন সৃষ্টি করায় ব্যাংকের ১২,৬২,৫২,৩৮৯ (বারো কোটি বাষাট্টি লক্ষ বায়ান হাজার তিনশত উননব্বই) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৭ এবং ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বারবার পুনঃতফসিল করা সত্ত্বেও মেয়াদি ও সিসি (হাইপো) ঋণ অনাদায়ি এবং শ্রেণিকৃত থাকা অবস্থায় শাখা ব্যবস্থাপকের আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্ত ফোর্সড লোন সৃষ্টি করায় ব্যাংকের ১২,৬২,৫২,৩৮৯ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

স্থানীয় কার্যালয় শাখার গ্রাহক মেসার্স গালা ড্রেস ওয়্যার লিঃ এর ঋণ নথি ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গ্রাহকের অনুকূলে শাখার ০৮-০৭-২০১০ইং তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিচালনা পর্ষদের ৮৪০তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রধান কার্যালয়ের এসএমই বিভাগের পত্র নং-প্রকা/এসএমই/মেয়াদি ঋণ/২০১০/০৬; তারিখ: ১০-১১-২০১০ খ্রি. এর মাধ্যমে এসএমই এর আওতায় গ্রাহকের অনুকূলে প্রকল্প মেয়াদি ঋণ ৫৯.০০ লক্ষ টাকা, (ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড এর ঋণ গ্রহণ) ৫ বছর মেয়াদে, ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র সীমা ৩০০.০০ লক্ষ টাকা ১ বছর মেয়াদে, চলতি মূলধন ঋণসীমা ৫০.০০ লক্ষ টাকা ১ বছর মেয়াদে এবং রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে ১০% প্যাকিং ক্রেডিট অনুমোদন প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-০১ এ বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫/২০১২; তারিখ: ২৩-০৯-২০১২ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কন্সেন্সাস/ইজ্ঞা এগ্রেমেন্ট এর মধ্যে ঘাটতি বাবদ শাখায় জমাকৃত ৫.০০ লক্ষ টাকার পোষ্ট ডেটেড চেকটির অর্থ নগদায়ন/আদায় সাপেক্ষে শর্ত নং-২ অনুযায়ী পুনঃতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের কিস্তি যথারীতি পরিশোধ হলেই এ ঋণ সুবিধা কার্যকর করার কথা। কিন্তু উক্ত টাকা নগদায়ন/ আদায় না করেই এবং কিস্তি যথারীতি পরিশোধ এর পূর্বেই গ্রাহককে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে পুনঃতফসিল এর আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগের পত্র নং-প্রকা/এসএমইবি/শাখা/৫৮৫; তারিখ: ৩০-১২-২০১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে মেয়াদি ঋণ ১২টি সমান মাসিক এবং সিসি (হাইপো) ০৬টি সমান মাসিক কিস্তিতে(জানুয়ারি/১৫ হতে) পরিশোধের নিমিত্ত ৩য় বার পুনঃতফসিলকরণের অনুমোদন দেওয়া হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২ অনুযায়ী অনুমোদন কার্যকরের পূর্বেই গ্রাহক কর্তৃক বিআরপিডি সার্কুলার মোতাবেক ঘাটতি ডাউনপেমেন্ট আদায় নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু গ্রাহক ডাউনপেমেন্ট জমা না করায় পুনঃতফসিল কার্যকর হয়নি।

মেয়াদি ঋণ হিসাবটি শ্রেণিকৃত ঋণে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের বিপরীতে একের পর এক ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ফলে শাখার Ref. No.LOD/FBD/FL/01/15, ১৯-০২-২০১৫ খ্রি. তারিখের নোটের মাধ্যমে ১৪টি ব্যাক টু ব্যাক মেয়াদোত্তীর্ণ স্বীকৃত বিলের মূল্য ২.৭৩ কোটি টাকা ফোর্সড লোন-১ সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে Ref.LOD/FBD/FL/16/05; তারিখ: ০৩-০৪-২০১৬ খ্রি. তারিখের নোটের মাধ্যমে ০৩টি ব্যাক টু ব্যাক মেয়াদোত্তীর্ণ স্বীকৃত বিলের মূল্য ৯৮.০০ লক্ষ টাকা ফোর্সড লোন-২ সৃষ্টি করা হয়। সর্বশেষ শাখার Ref. No.LOD/FBD/FL/01/06, ১৮-০৭-২০১৬ খ্রি. তারিখের নোটের মাধ্যমে ১০টি ব্যাক টু ব্যাক মেয়াদোত্তীর্ণ স্বীকৃত বিলের মূল্য ১৪২.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধের নিমিত্ত ফোর্সড লোন-৩ সৃষ্টি করা হয়। নোট শীটে উল্লেখ রয়েছে গ্রাহকের রপ্তানি কার্যক্রম সন্তোষজনক নয় এবং গ্রাহকের অনুকূলে পূর্বে ১৯টি বিলের মূল্য বাবদ ৪৩৭.৮২ লক্ষ টাকা ও বর্তমানের ১০টি মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাক টু ব্যাক বিলের মূল্য পরিশোধের ফলে মোট ৫৭৯.৮২ লক্ষ টাকা ফোর্সড লোন সৃষ্টি করা হয়েছে। সাধারণত ২টি ঋণপত্র ওভারডিউ থাকা অবস্থায় ৩য় ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি নেওয়ার নির্দেশনা থাকলেও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর কর্মকর্তাদের অর্পিত ক্ষমতা তফসিল ২০১২ এর পৃষ্ঠা নং-৫০ ক্রমিক নং-১৬ লঙ্ঘন করে উক্ত দায় সৃষ্টি করা হয়েছে।

আরও উল্লেখ্য, মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী বন্ধকীকৃত ৩য় পক্ষীয় জামিনদারকে কো-এগ্লিকেন্ট করা সাপেক্ষে এ অনুমোদন কার্যকর করার নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তা না করেই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী ঋণ বিতরণের ৩ মাস পর হতে ত্রৈমাসিক কিস্তি পরিশোধের কথা। কিন্তু ঋণগ্রহীতা ঋণ গ্রহণের ১ বছরের মধ্যে কোনো কিস্তি পরিশোধ ও সিসি(হাইপো) ঋণে কোনো লেনদেন ও ঋণ হিসাব নবায়ন না করায় ঋণ হিসাবটি মন্দ ও ক্ষতিজনক ঋণে পরিণত হয়।

প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগের পত্র নং প্রকা/এসএমইবি/শাখা/৫৩১; তারিখ: ২০-১২-২০১২ খ্রি. এর মাধ্যমে মেয়াদোত্তীর্ণ মেয়াদি ঋণের কিস্তি ৩১.৬৪ লক্ষ টাকা ১৮ মাস সময়ের মধ্যে মাসিক/ত্রৈমাসিক কিস্তিতে, সিসি (হাঃ) ৫৮.২৩ লক্ষ টাকা ১২ মাস সময়ের মধ্যে মাসিক কিস্তিতে, ফোর্স লোন ৪২.৪৬ লক্ষ টাকা ০৯ মাস সময়ের মধ্যে মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের নিমিত্ত পুনঃতফসিলীকরণ এবং ব্যাক টু ব্যাক এলসি ৩০০.০০ লক্ষ টাকা (রপ্তানি ঋণপত্রের ১০%) নবায়ন অনুমোদন করা হয়।

গ্রাহকের ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে মালামাল রপ্তানির ব্যর্থতার কারণে ফোর্স লোন সৃষ্টির পরও ব্যাক টু ব্যাক এলসি লিমিট ৩.০০ কোটি টাকা বহাল রাখা হয়। গ্রাহক পুনঃতফসিলকৃত বকেয়া পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি এবং ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের সীমা ৩.০০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০.০০ কোটিতে উন্নীত করতে নবায়ন আবেদন করে। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র কার্যালয় হতে প্রেরিত ঋণ প্রস্তাব হতে দেখা যায় গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের ক্রেডিট রেটিং বিবিবি, ঋণ হিসাবের টার্নওভার ১ বছরে ডেবিট ৬১,৫৮,১৭৪ টাকা, ক্রেডিট ১,০০,০০০ টাকা স্থিতি ৬০,৫৮,১৭৪ টাকা। গ্রাহকের মেয়াদি ঋণ ও সিসি(হাঃ) ঋণ এসএস মানে শ্রেণিকৃত। গ্রাহক ইতোমধ্যে জমাকৃত টাকা পুনঃতফসিল এর ক্ষেত্রে ডাউনপেমেন্ট হিসাবে গ্রহণের আবেদন করেন। উল্লেখ্য থাকা সত্ত্বেও প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগের পত্র নং-প্রকা/এসএমইবি/শাখা/৩৪৪; তারিখ: ০৭-০৮-২০১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের সীমা ৩.০০ কোটি টাকা নবায়ন ও ৪.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধিসহ সর্বমোট ৭.০০ কোটি টাকা এবং ঋণপত্রের বিপরীতে ১০% পিসি সুবিধা নবায়ন অনুমোদন করেন।

গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদিত পণ্যের মূল্যমান সম্পর্কে না জেনে গ্রাহক বারবার রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় বিটুবি ঋণপত্র খোলার সুযোগ দিয়ে গ্রাহকের প্রতি আর্থিক আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে। অন্যদিকে রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করে ক্ষতি সাধন করা হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ১১)।

অনিয়মের কারণ :

- কর্মকর্তাদের অর্পিত ক্ষমতা তফসিল ২০১২ এর পৃষ্ঠা নং-৫০ ত্রমিক নং-১৬ লঙ্ঘন।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বর্তমানে ঋণটি শ্রেণিকৃত। শাখা কর্তৃক গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

উল্লিখিত বিষয়ে ২৩-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়ের অগ্রগতি জানানোর জন্য রূপালী ব্যাংক লিমিটেডকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

২টি ঋণপত্র ওভারডিউ থাকা অবস্থায় ৩য় ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি নেওয়ার নির্দেশনা থাকলেও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর কর্মকর্তাদের অর্পিত ক্ষমতা তফসিল ২০১২ এর লঙ্ঘন করে উক্ত দায় সৃষ্টি করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অনাদায়ি টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১২

শিরোনাম : মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী সরকারি গ্যারান্টি গ্রহণ ব্যতিরেকে ঋণ বিতরণ এবং গ্রাহক প্রতিষ্ঠান ঋণখেলাপি থাকা অবস্থায় এলসি স্থাপন ও নবায়ন করায় ব্যাংকের ৮০১,২৮,৪৪,৯৬৬ (আটশত এক কোটি আটশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার নয়শত ছেষটি) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৭ এবং ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী সরকারি গ্যারান্টি গ্রহণ ব্যতিরেকে ঋণ বিতরণ এবং গ্রাহক প্রতিষ্ঠান ঋণখেলাপি থাকা অবস্থায় এলসি স্থাপন ও নবায়ন করায় ব্যাংকের ৮০১,২৮,৪৪,৯৬৬ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

স্থানীয় কার্যালয় শাখার গ্রাহক বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন এর ঋণ নথি ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গ্রাহকের অনুকূলে প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগের ০২-০৯-২০১৩ খ্রি. তারিখের পত্র নং-প্রকা/ এসএমইবি/শাখা/ ২০১৩/ ৩৪৩ এবং অনুমোদন নং প্রকা/ এসএমইবি/ সিসি(হাইপো)/ ২০১৩/ ২৫ এর মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব চিনিকলসমূহ পরিচালনা, চিনি উৎপাদন ও বিতরণের জন্য ২০.০০ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন দেওয়া হয়। পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয়ের ১১-০২-২০১৮ খ্রি. তারিখের অনুমোদন নং- প্রকা/ সিসি(হাঃ)/ ২০১৮/০১ এর মাধ্যমে ২০.০০ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৬৮০.০০ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন দেওয়া হয়। সর্বশেষ ২৮-০৮-২০১৯ খ্রি. তারিখের অনুমোদন নং- প্রকা/সিসি(হাঃ)/২০১৯/১৩ এর মাধ্যমে ২৭-০৮-২০২০ খ্রি. সময়ের জন্য নবায়ন অনুমোদন দেওয়া হয়। মাত্র ৪ বছরের ব্যবধানে ৩৪ গুণ ঋণ বৃদ্ধি করে ঋণটিকে অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ করা হয়েছে এবং আদায়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/এসএমইবি/শাখা/১২৪ তারিখঃ ১৯-০৪-২০১৮ খ্রি. এর পর্যদ কর্তৃক প্রদত্ত শর্ত ১(ঙ) অনুযায়ী সরকারি সংস্থা বিবেচনায়, শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের গ্যারান্টি গ্রহণ সাপেক্ষে উক্ত ঋণ বিতরণ ও মঞ্জুর করার শর্ত থাকলেও অদ্যাবধি অর্থ মন্ত্রণালয় হতে কোন গ্যারান্টি গ্রহণ করা হয়নি। তারপরও শাখা কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও বারবার নবায়ন করা হচ্ছে। যা গুরুতর অনিয়ম ও ঋণ নীতিমালা পরিপন্থী।

উল্লেখ্য, শিল্প মন্ত্রণালয়ের পত্র নং- ৩৬.০০.০০০০.০৬৪.০২.০১২.১১.১৪; তারিখ ১৭-০১-২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে আর্থ মাদ্রাই কার্যক্রমের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ১৮০.০০ কোটি টাকা এবং পরবর্তীতে একই কারণে পত্র নং- ৩৬.০০.০০০০.০৬৪.০২.০১২.১১.২০ তারিখ ০৪-০২-২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে আরও ১০০.০০ কোটি টাকা বিএফআইসিকে ঋণ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প কর্পোরেশন এর পত্র নং-বিএসএফআইসি/হিসাব/ সিসি(হাইপো)/রূপালী/১৭-১৮/৯২; তারিখঃ ১৭-০১-২০১৮ খ্রি. মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের আলোকে আমদানিকৃত চিনির আনুষঙ্গিক ব্যয় মিটানোর জন্য বর্ধিত ঋণ মঞ্জুরের জন্য আবেদন করে। উল্লেখ্য যে, ঋণ ব্যবহারের উদ্দেশ্য ও আবেদনের তারিখের মধ্যে গরমিল পরিলক্ষিত হয়।

তাছাড়া ১৫-০৭-২০১৯ খ্রি. ভিত্তিক সিআইবি রিপোর্টে গ্রাহক প্রতিষ্ঠানটি শ্রেণিকৃত অবস্থায় দেখা যায়। শ্রেণিকৃত অবস্থায় ঋণ মঞ্জুর, নবায়ন ও বিতরণ রূপালী ব্যাংক ঋণ নীতিমালা ২০১৩, বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নীতিমালা ও ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এর ২৭(কক) ধারার পরিপন্থী।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আমদানি-রপ্তানি নীতিমালা ও রূপালী ব্যাংকের বৈদেশিক বাণিজ্য শাখার আমদানি রপ্তানি গাইড লাইন অনুযায়ী কোন খেলাপি গ্রাহকের অনুকূলে অর্থাৎ স্বচ্ছ সিআইবি ব্যতীত এলসি স্থাপন করা যাবে না। কিন্তু উক্ত গ্রাহকের ক্ষেত্রে তা পরিপালন না করে ১১-১২-২০১৯ খ্রি. তারিখে ৮,৪৬,৩৯,৯৩৩ টাকার ঋণপত্র স্থাপন করা হয়।

আরও উল্লেখ্য, সীমিতরিক্ত স্থিতি থাকা অবস্থায় গ্রাহকের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণটি নবায়ন, মঞ্জুর ও কার্যকর করা হয় এবং জুন/২০১৮ এর পর উক্ত গ্রাহকের হিসাবে কোন ক্রেডিট লেনদেন পরিলক্ষিত হয়নি। সন্তোষজনক লেনদেন না হওয়া সত্ত্বেও শ্রেণিকৃত না করে নবায়ন অনুমোদন করা হয়। ঋণটির বর্তমান স্থিতি ৮০১,২৮,৪৪,৯৬৬ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ১২)।

অনিয়মের কারণ :

- রূপালী ব্যাংক ঋণ নীতিমালা ২০১৩ এবং ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এর ২৭(কক) ধারার লঙ্ঘন।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং ১(ঙ) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

সরকারি সংস্থার ঋণ কম বুঝি পূর্ণ বিবেচনায় ব্যাংকের নীতিমালা পরিপালন করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা হয়। ঋণ অনুমোদনের শর্ত হিসাবে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের গ্যারান্টির যথাযথভাবে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ঋণ নবায়নের শর্ত হিসাবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের গ্যারান্টির উল্লেখ ছিল। উক্ত গ্যারান্টি প্রদানের জন্য গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের মাধ্যমে ঋণ হিসাবটি নবায়ন করা হয়।

উল্লিখিত বিষয়ে ২৩-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক সকল বিধি-বিধান সঠিকভাবে পরিপালন করত অনাদায়ি টাকা আদায়ের অগ্রগতি জানানোর জন্য রূপালী ব্যাংক লিমিটেডকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

সরকারি সংস্থা বিবেচনায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের গ্যারান্টি গ্রহণ সাপেক্ষে উক্ত ঋণ বিতরণ ও মঞ্জুর করার শর্ত থাকলেও অদ্যাবধি কোন গ্যারান্টি গ্রহণ করা হয়নি। তারপরও শাখা কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও বারবার নবায়ন করা হয় যা গুরুতর অনিয়ম ও ঋণ নীতিমালার পরিপন্থী। ঋণটি শ্রেণিকৃত থাকা অবস্থায় কেন নবায়ন করা হলো সে বিষয়ে জবাবে কোনো উল্লেখ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আপত্তিতে বর্ণিত টাকা দ্রুত আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১৩

শিরোনাম : গ্রাহকের সক্ষমতা যাচাই না করে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর এবং মঞ্জুরিপত্রের শর্ত উপেক্ষা করে চলতি মূলধন বিতরণে ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত ঋণের ১৮,৮২,২৫,৩৪৪ (আঠারো কোটি বিরাশি লক্ষ পঁচিশ হাজার তিনশত চুয়াল্লিশ) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ, মতিঝিল কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১৭ এবং ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, গ্রাহকের সক্ষমতা যাচাই না করে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর এবং মঞ্জুরিপত্রের শর্ত উপেক্ষা করে চলতি মূলধন ঋণ বিতরণ করায় ১৮,৮২,২৫,৩৪৪ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

মতিঝিল কর্পোরেট শাখার গ্রাহক আইরিশ হিল এর ঋণ নথি ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আইরিশ হিলের মালিক জনাব আবুল কালাম আজাদ ১৯-০৮-২০১৫ খ্রি. তারিখে চলতি হিসাব-৮২১৯ খোলেন এবং একই দিনে প্রকল্প ঋণের জন্য আবেদন করেন। উক্ত সময়ে সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ মতিঝিল ইসলামী ব্যাংকিং শাখার ৩.৫০ কোটি টাকার বিপরীতে তার দায় ছিল ৪.০০ কোটি টাকা (গ্রাহকের ভাষ্যমতে)। প্রকল্প ঋণটি পরিচালনা পর্ষদের ০১-০১-২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৯৯১তম সভায় অনুমোদিত হয়, যার মেয়াদি ঋণ ১২.০০ কোটি টাকা (আইডিসিপি বাদে) এবং সিসি (হাইপো) ৩.০০ কোটি টাকা (প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার পর চলতি মূলধন ঋণ বিতরণযোগ্য হবে)। পরবর্তীতে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে শিল্প ঋণ বিভাগের ২৯-১২-২০১৬ খ্রি. তারিখের পত্র নং-প্রকা/শিঋবি/২০১৬/১৫১৫ এর মাধ্যমে অনুমোদিত মেয়াদি ঋণ ১২.০০ কোটি টাকা (আইডিসিপি বাদে) এবং সিসি (হাইপো) ৩.০০ কোটি টাকা বহাল রেখে মোট প্রকল্প ব্যয় ৫২.৩২ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ৩৮.৪১ কোটি নির্ধারণ (মূল হোটেল ভবন ৬তলার পরিবর্তে ৩ তলা) করার অনুমোদন প্রদান করে অর্থাৎ ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে গ্রাহককে বাড়তি সুবিধা প্রদান করা হয় যা ক্রেডিট পলিসির পরিপন্থী।

উল্লেখ্য, গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের বিদ্যমান মেয়াদকাল ২বছর বৃদ্ধি করা হয়। ঋণের কিস্তি পরিশোধসূচি হতে দেখা যায় ০৯-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখ হতে কিস্তি জমা না দিয়ে ২৬-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখের কিস্তির আংশিক ১০,০০,০০০ টাকা জমা করেন এবং এরপর ৪টি কিস্তি পরিশোধের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও (০৯-১২-২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত) টাকা জমা করা হয়নি এবং ঋণটি শ্রেণিকৃতও করা হয়নি। অথচ বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫; তারিখ: ২৩-০৯-২০১২ খ্রি. মোতাবেক ত্রৈমাসিক ২টি কিস্তি বা ৬মাস অতিক্রান্ত হলে ঋণটি শ্রেণিকৃত ঋণে পরিণত হবে।

প্রাক-অনুমোদনপত্রের শর্তাবলির-৭ নং শর্ত অনুযায়ী প্রকল্পটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার পরই সিসি (হাইপো) ঋণ বিতরণের কথা থাকলেও পরবর্তীতে গ্রাহককে উক্ত ঋণের টাকা অন্য কাজে ব্যবহারের সুযোগদানের জন্য প্রকল্প সম্পন্নের পূর্বেই টাকা ছাড়করণ করা হয়। গ্রাহক সিসি (হাইপো) ঋণের শেষ কিস্তি অর্থাৎ ১ কোটি টাকা ছাড়করণের আবেদন করেন ০২-০৮-২০১৭ খ্রি. তারিখে সেখানে তিনি উল্লেখ করেন ০৩-০৮-২০১৭ খ্রি. তারিখে হাইওয়ে রেস্টুরেন্টটি উদ্বোধন করে ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছে এই জন্য চলতি মূলধন প্রয়োজন এবং সে মোতাবেক শেষ কিস্তি ছাড় করা হয়। পিসিআর সম্পাদন করা হয় ১৩-০৩-২০১৮ খ্রি. তারিখে, সেখানে উল্লেখ রয়েছে পরীক্ষামূলক উৎপাদনে যাওয়ার তারিখ: ২৪-০৮-২০১৭ খ্রি. এবং বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার তারিখ ২৫-০৯-২০১৭ খ্রি. তারিখে। পিসিআর সম্পাদনের পূর্বেই চলতি মূলধনের টাকা বিতরণ করায় গ্রাহক উক্ত টাকা প্রকল্পে ব্যবহার না করে অন্য কোন কাজে ব্যবহার করেছে। ফলে প্রকল্পটি আজ শ্রেণিকৃত ঋণে পরিণত এবং ব্যাংকের ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত ঋণের পাওনা ১৮,৮২,২৫,৩৪৪ টাকা আদায় অনিশ্চিত (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ১৩)।

অনিয়মের কারণ :

- বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫/২০১২ এর শর্ত নং-১ (a) ও (c) লঙ্ঘন।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৭ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

প্রধান কার্যালয়ের শিল্প ঋণ বিভাগের ২৯/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখের প্রকা/শিঋবি/২০১৬/১৫১৫ নং পত্র মারফত হোটেলের ১ম ও ২য় তলা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর শাখা প্রধান ও প্রধান কার্যালয়ের পুরপ্রকৌশলীর প্রতিবেদনের শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদিত সিসি (হাইপো) ঋণসীমা ৩.০০ কোটি ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হয়। উক্ত

অনুমোদনপত্রের শর্ত মোতাবেক প্রধান কার্যালয়ের প্রকৌশলী ও শাখা ব্যবস্থাপকের ১৫-০১-২০১৫ খ্রি. তারিখের যৌথ সরেজমিন প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে, পুরস্কারের কাজের ৬১.০৬% সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পের মূল ভবনের ১ম ও ২য় তলায় পুরস্কার কাজ সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ১ম ও ২য় তলার কাজ সমাপ্ত করে ৩য় তলার কাজ চলমান থাকা অবস্থায় হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট এর কার্যক্রম চালু করলে ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হবেন মর্মে জানিয়ে আবেদন করলে তৎপরবর্তীতে উপরোক্ত অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে চলতি মূলধন ঋণ ছাড়করণ করা হয়।

উল্লিখিত বিষয়ে ২৩-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক আগামী এক বছরের ঋণের কিস্তি আদায়ের বিবরণীসহ পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য রূপালী ব্যাংক লিমিটেডকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

গ্রাহকের অনুকূলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়। প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে এবং পিসিআর সম্পাদনের পূর্বেই চলতি মূলধনের টাকা বিতরণ করা হয় ফলে গ্রাহক উক্ত টাকা প্রকল্পে ব্যবহার না করে অন্য খাতে ব্যবহারের সুযোগ পায়। ব্যাংকের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য প্রকল্প ঋণটি শ্রেণিকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ি টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১৪

শিরোনাম : মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী কিস্তি পরিশোধ না করা সত্ত্বেও বার বার পুনঃতফসিলীকরণ সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের ১৮৮,২৮,৬২,০৮৯ (একশত আটশি কোটি আটশ লক্ষ বাষট্টি হাজার উননব্বই) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ, মতিঝিল কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১৭ এবং ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী কিস্তি পরিশোধ না করা সত্ত্বেও বারবার পুনঃতফসিলীকরণ সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের ১৮৮,২৮,৬২,০৮৯ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

মতিঝিল কর্পোরেট শাখার গ্রাহক এম. রহমান স্টীল মিলস এর ঋণ নথি ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মাকসুদ রহমান এর ২২-১১-২০১৫ খ্রি. তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০-০১-২০১৬ খ্রি. তারিখের অনাপত্তির আলোকে ৩০-১২-২০১৫ খ্রি. তারিখ হতে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধে ০৫ বছর মেয়াদে ১ম দফা পুনঃতফসিলের সুযোগ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি সাপেক্ষে ০৫ বছরের পরিবর্তে ১০ বছর নির্ধারণ এবং ত্রৈমাসিক কিস্তির পরিশোধসূচি পরিবর্তন করে প্রথম ৫ বছর ত্রৈমাসিক কিস্তি ৪.০০ কোটি এবং অবশিষ্ট বকেয়া পরবর্তী ০৫ বছরে পরিশোধের সময়সূচি বৃদ্ধি করা হয়।

উল্লেখ্য, এই শাখার পত্র নং রূপম/ঋণ/২০১৭/৪০৫৬, তারিখ: ০৫-১২-২০১৭ খ্রি. এর পত্র হতে দেখা যায় জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত ০৩টি কিস্তির টাকা জমা করার অনুরোধ করা হলে ২.০০ কোটি টাকা পরিশোধের লক্ষ্যে গ্রাহক ০৮টি চেক শাখায় জমা করেন। কিন্তু তন্মধ্যে মাত্র ০৩টি চেকের মাধ্যমে মাত্র ৭৫.০০ লক্ষ টাকা জমা করা হয়েছে। সর্বোপরি, জানুয়ারি-ডিসেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত আদায়যোগ্য ৪টি কিস্তি বাবদ ১৬.০০ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র (১.৫০+১.৩৬) কোটি বা ২.৮৬ কোটি টাকা জমা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত এম. রহমান স্টীল মিলস লিমিটেড এর আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১১-০১-২০১৮ খ্রি. তারিখে টার্ম লোন বকেয়া ১৮৬.৪২৪১ কোটি টাকার ১ বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ বিদ্যমান মেয়াদ ৩১-১২-২০২৩ থেকে ৬ বছর মেয়াদে অনাপত্তি সাপেক্ষে সূত্র নং-প্রকা/বৈবাঋ/২০১৮/১৫; তারিখ: ১৮-০১-২০১৮ খ্রি. ২য় পুনঃতফসিল অনুমোদন করা হয়। এই শাখার পত্র নং-রূপম/ঋণ/২০১৯/১২১৩৭; তারিখ: ১৮-১২-২০১৯ খ্রি. এর পত্র এবং গ্রাহকের হিসাব বিবরণী হতে দেখা যায় আরোপিত সুদ ২৬.৭৩৭৮ কোটি টাকা (ত্রৈমাসিক টাকা ৯৬,৩৬,০৩৯.০০ কিস্তিতে) পরিশোধের সিডিউল প্রেরণসহ মূল ঋণ হালনাগাদ সুদসহযোগে পরিশোধের নিমিত্ত জানুয়ারি-মার্চ/২০১৯ ত্রৈমাসিক হতে পরবর্তী ৪ বছর ২.০০ কোটি টাকা কিস্তি হারে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত গ্রাহক কিস্তি বাবদ মাত্র ২৫.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছেন।

আরও উল্লেখ্য, মঞ্জুরিপত্রের নং-প্রকা/বৈবাঋ/২০১৮/১৫; তারিখ: ১৮-০১-২০১৮ খ্রি. এর (ছ) নং শর্তানুযায়ী পর পর ২টি ত্রৈমাসিক কিস্তি খেলাপি হলে এ অনুমোদন বাতিল বলে গণ্য হবে (বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫, তারিখ: ২৩-০৯-২০১২ খ্রি.) এবং ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হলে প্রয়োজনে গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে তা পরিপালন না করে গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করে ৪টি কিস্তি পরিশোধের সময় পার হলেও ঋণটি শ্রেণিকৃত ঋণে পরিণত করা হয়নি। ইচ্ছাকৃতভাবে অসত্য তথ্য উপস্থাপন ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (২০১৩ সাল পর্যন্ত সংশোধিত) এর ১০৯(২) ধারার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন যা দণ্ডনীয় অপরাধ (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ১৪)।

অনিয়মের কারণ :

- ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১(২০১৩ সাল পর্যন্ত সংশোধিত) এর ১০৯(২) ধারার লঙ্ঘন।
- বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫/২০১২ লঙ্ঘন।
- মঞ্জুরিপত্রের (ছ) নং শর্ত লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি অনুসারে এম রহমান স্টীল মিলস লিঃ এর অনুকূলে ব্যাংকের প্রচলিত শর্তাবলি পরিপালন সাপেক্ষে বিদ্যমান টার্ম লোনের বকেয়া ১৬৫.৫১ কোটি টাকা ব্লকড ঋণে স্থানান্তরপূর্বক ১১% হারে ঋণসমূহ পরিশোধের মেয়াদ ৩ বছর বৃদ্ধি করে ৩১.১২.২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত নির্ধারণপূর্বক কিস্তি পরিশোধ সূচি পরিবর্তন করে প্রথম ৩ বছরে ৪.০০ কোটি টাকা হতে এবং অবশিষ্ট বকেয়া (সুদসহ) পরবর্তী ৪ বছরে ত্রৈমাসিক সমকিস্তিতে পরিশোধকল্পে

ঋণ হিসাবটি পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি ও কিস্তি পুনঃনির্ধারণের অনুমোদন প্রদান করেন। এছাড়া ১৮/০১/২০১৮ইং তারিখের অনুমোদন নং-প্রকা/বৈবাক্ষআবি/৫৩/২০১৮ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ১১/০১/২০১৮ খ্রি. তারিখের অনাপত্তি সূত্র নং বিআরপিডি (পি-১)/৬৬১/১৩(চ)/২০১৮-৪০৩ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ২য় দফা পুনঃ তফসিলীকরণের অনুমোদন দেয়া হয়।

উল্লিখিত বিষয়ে ২৩-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক আগামী এক বছরের ঋণের কিস্তি আদায়ের বিবরণীসহ পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য রূপালী ব্যাংক লিমিটেডকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

পুনঃতফসিলের শর্ত মোতাবেক কিস্তি পরিশোধ না করা হলেও কেন পুনরায় পুনঃতফসিল করা হয়েছে এবং ঋণটিকে কেন শ্রেণিকৃত করা হয়নি সে সম্পর্কে জবাবে উল্লেখ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ি টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১৫

শিরোনাম : বন্ধকী সম্পত্তি অতি মূল্যায়নপূর্বক সিসি হাইপোঃ ঋণ বিতরণ এবং সীমিতরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় ঋণসীমা নবায়ন ও বর্ধিতকরণ করায় ব্যাংকের ৫,০১,৯৮,১৮১ (পাঁচ কোটি এক লক্ষ আটানব্বই হাজার একশত একাশি) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১৭ এবং ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বন্ধকী সম্পত্তি অতিমূল্যায়নপূর্বক সিসি হাইপোঃ ঋণ বিতরণ এবং সীমিতরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় ঋণসীমা নবায়ন ও বর্ধিতকরণ করায় ব্যাংকের ৫,০১,৯৮,১৮১ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

রমনা কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স নিউ শতরূপা ফ্যাশন লিঃ এর ঋণ নথি ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগের পত্র নং- প্রকা/এস এমইবি/ শাখা /২০১৬/৩২১, তারিখ: ০৮-০৬-২০১৬ খ্রি. (অনুমোদনপত্র নং-প্রকা/এসএমইবি/শাখা/২০১৬/২৩) এর মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে চলতি মূলধন ঋণ সিসি হাইপো ৪৭০.০০ লক্ষ (নবায়ন ২৮০.০০ লক্ষ + বর্ধিত ১৯০.০০ লক্ষ) টাকা অনুমোদন প্রদান করা হয়।

প্রসঙ্গত গাজীপুর জেলার শ্রীপুর এবং মুন্সীগঞ্জ জেলার কেয়াইন মৌজাস্থিত ২৪১ শতাংশ জমির সর্বমোট দলিল (ক্রয়) মূল্য ৯৯,০১,০০০ টাকা। অপরদিকে শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক তাত্ক্ষণিক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয় ৬,৪৯,২০,০০০ টাকা। মাত্র এক থেকে চার বছরের ব্যবধানে প্রায় ৬.৫৬ গুণ বেশী মূল্যায়ন করে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একটি দলিল (দলিল নং-১৩৪২৬, তারিখ ১৭-০৮-২০১১ খ্রি.) ছাড়া আর কোনো দলিলের মূল কপি নথিতে পাওয়া যায়নি। মঞ্জুরিপত্রের ১০ নং শর্তানুযায়ী সহায়ক জামানতের অতি মূল্যায়ন ও ত্রুটিপূর্ণ দলিলাদির কারণে ব্যাংক কোনো আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হলে তার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

এছাড়া বন্ধকীকৃত সম্পত্তির হালনাগাদ খাজনা আদায়ের রশিদ এবং সর্বশেষ জরিপের মৌজা ম্যাপ নথিতে পাওয়া যায়নি। বন্ধকীকৃত সম্পত্তি শাখা ব্যবস্থাপক/শাখার ঋণ কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিন তদন্তপূর্বক এর অবস্থান, প্রকৃতি, দখলি স্বত্ব ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত কোনো তদন্ত প্রতিবেদন নথিতে পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, সিসি হাইপো ঋণ হিসাবে নিয়মিত লেনদেন না করায় ৩১.৯৮ লক্ষ টাকা সীমিতরিক্ত দায়সহ ৫.০২ কোটি টাকা মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি রয়েছে। নবায়নকালে ঋণের স্থিতি সীমিতরিক্ত ছিল। সীমিতরিক্ত ঋণ আদায় না করে নবায়ন করা হয়েছে যা মঞ্জুরিপত্রের ১৮ নং শর্তের লঙ্ঘন।

আরও উল্লেখ্য, মঞ্জুরিপত্রের ১৪ নং শর্তানুযায়ী ঋণগ্রহীতার ঋণের বিপরীতে দায়বদ্ধ মালামাল বিক্রয়পূর্বক ঋণ হিসাবে জমা না করা সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যা ব্যাংকের স্বার্থ পরিপন্থী হিসাবে গণ্য। তাছাড়া ঋণ প্রশাসন বিভাগের ছাড়পত্রের ১নং শর্ত লঙ্ঘন করে ঋণ আদায় ব্যতীত বর্ধিত ঋণ বিতরণ করা হয়। ফলে ব্যাংকের ৫,০১,৯৮,১৮১ টাকা ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ১৫)।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের ১০ নং ও ১৮ নং শর্তের লঙ্ঘন।
- ঋণ প্রশাসন বিভাগের ছাড়পত্রের ১ নং শর্ত লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

ঋণ প্রদানকালীন সময়ের বাজার মূল্য যাচাই-বাছাইপূর্বক বন্ধকীকৃত জামানতি সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। হালনাগাদ খাজনা রশিদ জমা দেওয়ার জন্য গ্রাহককে বলা হয়েছে। হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, বীমা পলিসি, স্টক রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য গ্রাহককে তাগাদা দেওয়া হয়েছে। বন্ধকীকৃত সম্পত্তির মধ্যে কিছু কিছু জমির মালিকানা দলিলের রশিদ শাখায় সংরক্ষিত আছে। যথাসময়ে মূল দলিল উত্তোলন করা হবে। ঋণটি বর্তমানে ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত। ঋণটি আদায়ের জন্য ঋণগ্রহীতাকে তাগাদা অব্যাহত আছে।

উল্লিখিত বিষয়ে ২৩-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়ের অগ্রগতি জানানোর জন্য রূপালী ব্যাংক লিমিটেডকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

ঋণটি বর্তমানে ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত হলেও ঋণটি আদায়ের জন্য ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ঋণটি সীমিতকালীন স্থিতিবস্থায় নবায়ন করা হয়েছে এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক ঋণটি বিতরণের ক্ষেত্রে যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা প্রতিপালিত না করে ঋণ আদায় ব্যতীত বর্ধিত ঋণ বিতরণ করা হয় যা গুরুতর অনিয়ম বলে বিবেচিত।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ি টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১৬

শিরোনাম : পূর্ববর্তী ঈদ অগ্রিম সমন্বয় না করে পরবর্তী ঈদ অগ্রিম প্রদান, গ্রাহকের জিম্মায় পণ্য রেখে প্লেজ ঋণ প্রদান এবং মেয়াদোত্তীর্ণ লিম দায় সৃষ্টির ফলে ব্যাংকের ১৭২,৯৫,০৪,৫১৭ (একশত বাহাত্তর কোটি পঁচানব্বই লক্ষ চার হাজার পাঁচশত সতেরো) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১৭ এবং ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, পূর্ববর্তী ঈদ অগ্রিম সমন্বয় না করে পরবর্তী ঈদ অগ্রিম প্রদান, গ্রাহকের জিম্মায় পণ্য রেখে প্লেজ ঋণ প্রদান এবং মেয়াদোত্তীর্ণ লিম দায় সৃষ্টির ফলে ব্যাংকের ১৭২,৯৫,০৪,৫১৭ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

রমনা কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স সামিনা ট্যানারী (প্রাঃ) লিঃ এর ঋণ নথি ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গ্রাহকের অনুকূলে ঋণসীমা সিসি প্লেজ (চামড়া), সিসি প্লেজ (কেমিক্যাল), লিম লিমিট এবং এলসি লিমিটসহ সর্বমোট ঋণসীমা ৩৬.০০ কোটি টাকা ০৭-০৮-২০১৯ খ্রি. তারিখের ০৫/২০১৯ নং অনুমোদনের মাধ্যমে নবায়ন অনুমোদন করা হয়, একই তারিখে ০৩/২০১৯ নং অনুমোদনের মাধ্যমে ঈদ অগ্রিম বাবদ ৫৫.০০ কোটি (নবায়ন) টাকা অনুমোদন করা হয় এবং ০৬-০৯-২০১৭ খ্রি. তারিখের ০৯/২০১৭ নং অনুমোদনের মাধ্যমে মেয়াদি ঋণ ২য় বার পুনঃতফসিলীকরণ করা হয়।

০৭-০৮-২০১৯ খ্রি. তারিখের মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৪ অনুযায়ী পূর্ববর্তী ঈদ অগ্রিম সমন্বয় না করে সীমাতিরিক্ত দায় রেখে পরবর্তী ঈদ অগ্রিম প্রদান ও বর্ধিতকরণ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে তা প্রতিপালিত হয়নি। যার ফলে গ্রাহকের দায় দেনা বেড়েই চলেছে এবং আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। মঞ্জুরিপত্র নং ০৩/২০১৯ এর শর্ত নং-৬ এ উল্লেখ আছে ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের স্বার্থে প্লেজের মালামাল ও চামড়ার বাজার যাচাই করে Phase by phase ঋণ বিতরণ করার কথা থাকলেও তা পরিপালন করা হয়নি।

উল্লেখ্য, প্লেজ ঋণের শর্ত ও রূপালী ব্যাংক ঋণ নীতিমালা ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ নং-৩.২.২ অনুযায়ী ও মঞ্জুরিপত্রের শর্ত অনুযায়ী স্টককৃত মালামাল ব্যাংকের দখলে থাকবে এবং শাখার একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা স্টকের দায়িত্বে থাকবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, স্টক রেজিস্টার অনুযায়ী মালামাল ঠিক নেই এবং স্টকের মালামাল ব্যাংকের পরিবর্তে গ্রাহকের পূর্ণ দখলে রয়েছে। এক্ষেত্রে DO (Delivery Order) এর কোন গুরুত্ব বহন করে না। ফলে গ্রাহক তার ইচ্ছামতো পণ্য মজুদ ও বিক্রি করে। মঞ্জুরি নং ০৫/২০১৯ এর শর্ত নং-৫ অনুযায়ী প্লেজ ও লিমের ক্ষেত্রে মালামালের স্টক রিপোর্ট প্রতিমাস অন্তর অন্তর ১ বার যাচাই করে মালামাল সঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য শাখার বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিবিড় মনিটরিং করার কথা থাকলেও তা প্রতিপালন করেনি।

তাছাড়া লিম হিসাবে ওভারডিউ আছে ২,৫২,৭৩,৩৬২.০০ টাকা যা ৯৬ দিন পর্যন্ত মেয়াদোত্তীর্ণ আছে। পূর্বের লিম সমন্বয় না করে নতুন লিম সৃষ্টি করা হচ্ছে। ফলে গ্রাহকের দেনা বেড়েই চলেছে। রপ্তানিও কাজ্জিত মাত্রায় না হওয়ায় ঋণের অর্থ আদায়ের পাশাপাশি লিমের সমন্বয় করাও অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

আলোচ্য গ্রাহকের ক্ষেত্রে সীমাতিরিক্ত ঋণ থাকা অবস্থায় নবায়ন করা হয়। ০৭-০৮-২০১৯ খ্রি. ঋণ নবায়ন মঞ্জুরির ২ নং শর্ত অনুযায়ী সীমাতিরিক্ত অর্থ আদায় সাপেক্ষে এ অনুমোদন কার্যকর করার কথা থাকলেও তা প্রতিপালন না করেই শাখা কর্তৃক ঋণ অনুমোদন কার্যকর করে যা ঋণ মঞ্জুরির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। মেয়াদি ঋণ ২য় বার পুনঃতফসিলীকরণ এর অনুমোদনের শর্ত নং-৭ এর অনুযায়ী ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ত্রৈমাসিক কিস্তির সমান ৩২টি পোস্ট ডেটেড MICR চেক নিতে হবে যা শাখা কর্তৃক পরিপালন না করেই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ১৬)।

অনিয়মের কারণ :

- প্লেজ ঋণের শর্তাবলি ও রূপালী ব্যাংক ঋণ নীতিমালা ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ নং-৩.২.২ লঙ্ঘন।
- মঞ্জুরিপত্র নং ০৩/২০১৯ এর শর্ত নং-৬ এবং মঞ্জুরি নং ০৫/২০১৯ এর শর্ত নং-৫ লঙ্ঘন।
- ০৭-০৮-২০১৯ খ্রি. তারিখের ঋণ নবায়ন মঞ্জুরির শর্ত নং-২ এবং ৪ লঙ্ঘন।
- পুনঃতফসিল এর শর্ত নং-৭ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

নবায়ন অনুমোদনকালে সিসি প্লেজ চামড়া এবং সিসি প্লেজ ক্যামিক্যাল হিসাবের সীমিতরিত্ত স্থিতি সমন্বয় করা হয়েছে। সিসি প্লেজ ও লিমের মালামাল শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়মিতভাবে তদারকি অব্যাহত আছে। ট্যানারি শিল্পের চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের নিমিত্ত গ্রাহকের কারখানার অভ্যন্তরে প্লেজ ঋণের বিপরীতে মালামাল গ্রাহকের জিম্মায় শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিবিড় তদারকিতে মজুদ আছে। লিম হিসাবের ওভারডিউ ২৫২.৭৩ লক্ষ ইতোমধ্যে আদায় করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস (Covid-19) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। ফলে গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে গ্রাহক পুনরায় তাদের রপ্তানি ব্যবসায় ফিরে আসতে পারবে এবং নিয়মিত ঋণ আদায় করা হবে। মেয়াদি ঋণ ২য় বার পুনঃতফসিলীকরণ এর শর্ত নং-০৭ অনুযায়ী গ্রাহকের নিকট হতে ত্রৈমাসিক কিস্তির সমান ৩২টি পোস্ট ডেটেড MICR চেক নেওয়া হয়েছে।

উল্লিখিত বিষয়ে ২৩-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক সর্বশেষ ঋণের কিস্তি আদায়ের বিবরণীসহ পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য রূপালী ব্যাংক লিমিটেডকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

সীমিতরিত্ত ঋণস্থিতি সমন্বয় এবং সিসি প্লেজ ও লিমের মালামাল ষ্টক নিবিড় তদারকির কথা বলা হলেও সপক্ষে কোন প্রমাণক সংযুক্ত করা হয়নি। ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের স্বার্থে প্লেজের মালামাল ও চামড়ার বাজার যাচাই করে Phase by phase ঋণ বিতরণ করার কথা থাকলেও তা পরিপালন করা হয়নি। পূর্ববর্তী ঈদ অগ্রিম সমন্বয় না করেই সীমিতরিত্ত দায় রেখে পরবর্তী ঈদ অগ্রিম প্রদান ও বর্ধিতকরণ করা হয়েছে। যার ফলে গ্রাহকের দায় দেনা বেড়েই চলছে এবং আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ি টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১৭

শিরোনাম : প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট ছাড়াই পুনঃতফসিল করায় এবং গ্রাহক কর্তৃক কিস্তি পরিশোধ না করায় ব্যাংকের ৮৬,২৭,৪৭,৬৩১ (ছিয়াশি কোটি সাতাশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শত একত্রিশ) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ, গুলশান কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১৭ এবং ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট ছাড়াই পুনঃতফসিল করায় এবং গ্রাহক কর্তৃক কিস্তি পরিশোধ না করায় ব্যাংকের ৮৬,২৭,৪৭,৬৩১ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

গুলশান কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স নাসরিন জামান নীট ওয়্যার লিমিটেড এর ঋণ নথি ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গ্রাহকের অনুকূলে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ বিভাগের পত্র নং-প্রকা/বৈবাক্ষআবি/ ২০১৪/৭৭৭; তারিখ: ২৩-০৯-২০১৪ খ্রি.এর মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে রপ্তানি ঋণপত্র/চুক্তিপত্রের বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক ঋণ সীমা ৩০.০০ কোটি, পিসি লিমিট ৩.০০ কোটি এবং ২৫% ক্যাশ মার্জিনে ৬ (ছয়) মাসের ডেফার্ড ভিত্তিতে ১৮,৪৭,৫১,৯৫২ টাকা মূল্যমানের মেশিনারিজ আমদানির অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে পত্র নং-প্রকা/বৈবাক্ষআবি/২০১৮/৫২৬; তারিখ: ২৯-০৮-২০১৮ খ্রি. অনুযায়ী সকল দায় একীভূত করে মোট টাকা ৫৮২৮.৯৮ লক্ষ টাকা ১ম বার পুনঃতফসিল করা হয়।

শাখা কর্তৃক পুনঃতফসিলের শর্তানুসারে ডাউনপেমেন্টের পরিমাণ ছিল ৩.০০ কোটি টাকা আদায় হয়েছে মাত্র ১.০০ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট ছাড়াই পুনঃতফসিল করা হয়েছে যা বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার ১৫, তারিখ: ২৩-০৯-২০১২ এর অনুচ্ছেদ-১এর (c) শর্ত পরিপন্থী। রূপালী ব্যাংক ক্রেডিট ম্যানুয়াল ২০১৩ এর ৬.৫.২ এর ৩ নং শর্ত অনুযায়ী অতীতে সময়ে-সময়ে পরিশোধিত অর্থকে কোনোভাবেই ডাউনপেমেন্ট হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট ঋণে জুন/২০১৭ হতে আগস্ট/২০১৮ পর্যন্ত আদায়কৃত অর্থকে ডাউনপেমেন্ট হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

এছাড়া ১৮-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখের শাখা কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রূপালী ব্যাংক অর্থায়নে আমদানিকৃত (১৮.৪৭ কোটি টাকা) সুইং মেশিনসমূহ যে ভবনে সংরক্ষিত/স্থাপিত অবস্থায় আছে সে ভবনটি এই ব্যাংকের কাছে বন্ধকীকৃত নয়।

রূপালী ব্যাংক ক্রেডিট ম্যানুয়াল ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ ৮ অনুযায়ী যে কোন ঋণ পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে ক্রেডিট কমিটিকে পুনঃতফসিলীকরণের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে হবে। কি কারণে ঋণটি পুনঃতফসিল করা হচ্ছে এবং ঋণটি আদায় হওয়ার ব্যাপারে কেন আশাবাদী তা প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে। অথচ ঋণ নথিতে তার কোন উল্লেখ নেই। জনতা ব্যাংক, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখায় গ্রাহকের শ্রেণিকৃত ঋণ ২০১৭.৮৫ লক্ষ টাকা (দায়-দেনা সম্পর্কিত জনতা ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র-জৈবিসিবি/রপ্তানী/খেলাপি ঋণগ্রহীতা/নাসরিন/২০১৯; তারিখ: ০৬-০৫-২০১৯ খ্রি. অনুযায়ী) সত্ত্বেও পুনঃতফসিল করা হয়। পুনঃতফসিলের পর ২৬-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে ১ম কিস্তি নির্ধারণ করা হয়। ঋণ মঞ্জুরির শর্ত অনুযায়ী ২টি কিস্তি বকেয়া হলেই ঋণটি শ্রেণিকৃত হওয়ার কথা থাকলেও আলোচ্য ঋণটিকে শ্রেণিকৃত করা হয়নি এবং পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল করা হয়নি। ২৪-১২-২০১৯ খ্রি. (নিরীক্ষাকালীন পর্যন্ত) তারিখে ৪টি কিস্তি বকেয়া থাকলেও মাত্র ১টি কিস্তির আংশিক ১,৯৬,৬৭,৭৬০ টাকা আদায় হয় যদিও প্রতি কিস্তি বাবদ নির্ধারিত ৫,০৪,৯৭,২৬১ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ১৭)।

অনিয়মের কারণ :

- রূপালী ব্যাংক ক্রেডিট ম্যানুয়াল ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ ৬.৫.২ এর ৩ নং শর্ত লঙ্ঘন এবং অনুচ্ছেদ ৮ লঙ্ঘন।
- বিআরপিডি সার্কুলার ১৫, তারিখ: ২৩-০৯-২০১২ এর অনুচ্ছেদ ১ এর (c) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক বাণিজ্য ঋণ ও আন্তর্জাতিক বিভাগ এর পত্র নং-প্রকা/বৈবাক্ষআবি/২০১৮/৫২৬; অনুমোদন নং-২০১৮/৮২; তারিখ : ২৯/০৮/২০১৮খ্রি. অনুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক জমাকৃত টাকা ডাউনপেমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করে ফোর্সড লোন, এফবিপি ও ক্যাশ ইনসেনটিভ অগ্রিম হিসাবের সকল দায় একীভূত করে মোট ৫৮২৮.৯৮ লক্ষ টাকা ১ম বার পুনঃতফসিল করে।

উল্লিখিত বিষয়ে ২৩-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক ঋণের সর্বশেষ কিস্তি আদায়ের বিবরণীসহ পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য রূপালী ব্যাংক লিমিটেডকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

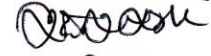
নিরীক্ষা মন্তব্য :

রূপালী ব্যাংক ক্রেডিট ম্যানুয়াল ২০১৩ এর ৬.৫.২ এর ৩ নং শর্ত অনুযায়ী অতীতে সময়ে-সময়ে পরিশোধিত অর্থকে কোনোভাবেই ডাউনপেমেন্ট হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট ঋণে জুন/২০১৭ হতে আগস্ট/২০১৮ পর্যন্ত আদায়কৃত অর্থকে ডাউনপেমেন্ট হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। মঞ্জুরির শর্ত অনুযায়ী ২টি কিস্তি বকেয়া হলেই ঋণটি শ্রেণিকৃত হওয়ার কথা থাকলেও আলোচ্য ঋণটিকে শ্রেণিকৃত করা হয়নি এবং পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

তারিখ: ২০.১.১৪১৮ বঙ্গাব্দ
৮.১.২০২২ খ্রিস্টাব্দ।



মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

আবুল কালাম আজাদ
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (৮ম ও ৯ম তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

দ্বিতীয় অংশ

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট : ০১

অনুচ্ছেদ : ০১

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম : রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা

নিরীক্ষার বছর : ২০১৭-২০১৮

ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড এর অনাদায় টাকার বিবরণী

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	ঋণের প্রকৃতি	ঋণসীমা (কোটি টাকায়)	বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সুদের হার	মেয়াদ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড, ঘনিরামপুর, তারাগঞ্জ, রংপুর	HO/ICD/TL/2016/14 তারিখ: ২২-০৮-২০১৬	১. মেয়াদি ঋণ	৫৮.০০	৩৫.৯১	১০%	১০ বছর (নির্মাণকালীন সময় ও গ্রেস পিরিয়ড বাদে)
		HO/ICD/TL/2018/10 তারিখ: ০৪-১০-২০১৮	২. মেয়াদি ঋণ	১৭.০০	১৪.৫০	৯%	১০ বছর
			৩. আইডিসিপি	১.০৯	১.০৯		
		HO/ICD/TL/2019/12 তারিখ: ০৩-০৯-২০১৯ খ্রি.	৪. মেয়াদী ঋণ	১৩.৫	১৩.৫	৯%	১০ বছর
মোট (আইডিসিপি বাদে)=				৮৮.৫০	৬৫.০০		

আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	বর্তমান মোট স্থিতি (৩১-১২-২০১৯ ভিত্তিক) (টাকায়)	সহজামানত
৯	১০	১১ (৯-১০)	১২
৪০,৩৪,৯০,১৭৩	৪,৭৬,৪৭,২৬৮	৩৫,৫৮,৪২,৯০৫	জমির পরিমাণ: ৫৪৯.০০ শতাংশ, প্রকল্প স্থাপনা ও মেশিনারিজ। মোট মূল্য ১১৮.৭৫ কোটি টাকা।
১৭,০৮,৪৪,৫৫৭	-	১৭,০৮,৪৪,৫৫৭	
১,০৯,১০,৫০৬	-	১,০৯,১০,৫০৬	
মোট= ৫৮,৫২,৪৫,২৩৬	মোট= ৪,৭৬,৪৭,২৬৮	মোট= ৫৩,৭৫,৯৭,৯৬৮	

মোট স্থিতি=৫৩,৭৫,৯৭,৯৬৮ টাকা।

কথায় : তিনশত কোটি পঁচাত্তর লক্ষ সাতানব্বই হাজার নয়শত আটষটি টাকা।

পরিশিষ্ট : ০২

অনুচ্ছেদ : ০২

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম : রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা

নিরীক্ষার বছর : ২০১৭-২০১৮

বিপিআর পেইন্ট এন্ড কোং এর অনাদায়ি টাকার বিবরণী

ক্রমিক নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	ঋণের প্রকৃতি	ঋণসীমা (কোটি টাকায়)	বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সুদের হার	মেয়াদ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	বিপিআর পেইন্ট এন্ড কোং, ৬,৭, হেরিটেজ টাওয়ার, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।	অনুমোদন নং HO/SMEB/BR/458 তারিখ: ০৭-০৯-২০১৬ খ্রি.	১. মেয়াদি ঋণ	৩.২০ (আইডিসিপি সহ)	৩.২০	১১%	১০-০৯-২০২২ খ্রি.
		অনুমোদন নং- প্রকা/এসএমইবি/চলতিমূলধন ঋণ নবায়ন/২০১৯/০১ তারিখ: ০২-০১-২০১৯ খ্রি.	২. এসএমই (চলতি মূলধন)	৩.০০	৩.০০	৯%	০১-০১-২০২০ খ্রি.
মোট=				৬.২০	৬.২০		

আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	বর্তমান মোট স্থিতি (৩১-১২-২০১৯ ভিত্তিক) (টাকায়)	সহজামানত
৯	১০	১১ (৯-১০)	১২
৪,১৭,৯৬,৪৪৪	৪৬,৭৫,৫৮৮	৩,৭১,২০,৮৫৬	ঢাকা জেলার যাত্রাবাড়ী থানার ১০.৯৬ শতাংশ জমি, ২ টি ফ্ল্যাট, প্রকল্প স্থাপনা ও মেশিনারিজ। মোট মূল্যঃ ১০.৭৪৫৩ কোটি টাকা।
৪,১২,২৫,৪৭০	৭০,২০,০০০	৩,৪২,০৫,৪৭০	
১৭,৬১,৭০৭	৫,৮৬,১৫০	১১,৭৫,৫৫৭	
মোট= ৮,৪৭,৮৩,৬২১	মোট=১,২২,৮১,৭৩৮	মোট=৭,২৫,০১,৮৮৩	

মোট স্থিতি = ৭,২৫,০১,৮৮৩ টাকা

কথায় : সাত কোটি পঁচিশ লক্ষ এক হাজার আটশত তিরিশি টাকা।

পরিশিষ্ট : ০৩

অনুচ্ছেদ : ০৩

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম : রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা

নিরীক্ষার বছর : ২০১৭-২০১৮

মেসার্স এইচ এস বাটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর অনাদায়ি টাকার বিবরণী

ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ঋণের প্রকৃতি	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	ঋণসীমা (কোটি টাকায়)	বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সুদের হার	মেয়াদ
১	২	৫	৩	৪	৬	৭
মেসার্স এইচ এস বাটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	মেয়াদি (প্রজেক্ট ঋণ)	প্রকা/এসএমইবি/মেয়াদি/ ২০১৪/১৬ তারিখ: ২০-০২-২০১৪	১.৭৫	১.৭৫	১৫%	৫ বছর (১৫-১০-২০২০ পর্যন্ত) গ্রেস পিরিয়ড ৩ মাস
	আইডিসিপি		০.৬৩৩০	০.১৪১৭	১৩%	৩০/৩/২০১৬
	সিসি(হাঃ)	প্রকা/এসএমইবি/চলতি মূলধন/২০১৬/৩৫, তারিখ: ১৭-০৮-২০১৬ খ্রি.	০.৫০	০.৫০	১৪%	১৬/৮/২০১৭
মোট=			২.৮৮৩	২.৩৯১৭		

আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	বর্তমান মোট স্থিতি (১৪-১০-২০১৯ ভিত্তিক) (টাকায়)	সহজামানত
৯	১০	১১ (৯-১০)	১২
২২১৬৯৭৫৮	-	২২১৬৯৭৫৮	মোট জমির পরিমাণ : ৭৫ শতাংশ মূল্য : ১৭৪.৮৭ লক্ষ টাকা।
১৪১৭৭২৬	-	১৪১৭৭২৬	
৬৮৩৬১৫৭	-	৬৮৩৬১৫৭	
মোট= ৩,০৪,২৩,৬৪১	-	মোট= ৩,০৪,২৩,৬৪১	

মোট স্থিতি = ৩,০৪,২৩,৬৪১ টাকা

কথায় : তিন কোটি চার লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শত একচল্লিশ টাকা।

পরিশিষ্ট : ০৪

অনুচ্ছেদ : ০৪

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম : রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা

নিরীক্ষার বছর : ২০১৭-২০১৮

আর এম এম নীট ক্লথিং লিমিটেড এর অনাদায়ি টাকার বিবরণী

ক্রমিক নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	ঋণের প্রকৃতি	ঋণসীমা (কোটি টাকায়)	বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সুদের হার	মেয়াদ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	আর এম এম নীট ক্লথিং লিমিটেড, প্লট নং- ৭, আলীগঞ্জ, শিল্পনগরী কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।	শিল্পঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয় এর পত্র নং- প্রকা/শিঋবি/২০১৫/৮৩, তারিখ: ০৮-১২-২০১৫ খ্রি.	চলতি মূলধন ঋণ	৫.০০	৫.০০	১৫%	০৭-১২-২০১৬ খ্রি.
		অনুমোদন নং- প্রকা/শিঋবি/২০১৮/৫৮২, তারিখ: ১৩-০৫-২০১৮ খ্রি.	প্রকল্প ঋণ	৩.৭০	৩.৭০	৯%	২৪ মাস
		অনুমোদন নং- প্রকা/শিঋবি/২০১৮/৫৮২ তারিখ: ১৩-০৫-২০১৮ খ্রি.	প্রকল্প ঋণ	২.৩৫	২.৩৫	৯%	৩৬ মাস

আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	বর্তমান মোট স্থিতি (২৯-০১-২০২০ ভিত্তিক) (টাকায়)	সহজামানত
৯	১০	১১ (৯-১০)	১২
৭,৫২,৬২,৬৮৯	২,৪৪,১৯,৬৮৭	৫,০৮,৪৩,০০২	মোট জমির পরিমাণ : ২২০ শতাংশ মূল্য : ৬.৬৩ কোটি টাকা।
৪,৮৬,৬৮,৮০৫	১,৭৯,০০,০০০	৩,০৭,৬৮,৮০৫	
৩,২৮,৫৩,৬৯২	১,১৪,০০,০০০	২,১৪,৫৩,৬৯২	
মোট = ১৫,৬৭,৮৫,১৮৬	মোট=৫,৩৭,১৯,৬৮৭	মোট= ১০,৩০,৬৫,৪৯৯	

মোট স্থিতি = ১০,৩০,৬৫,৪৯৯ টাকা

কথায় : দশ কোটি ত্রিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার চারশত নিরানব্বই টাকা

পরিশিষ্ট : ০৫

অনুচ্ছেদ : ০৫

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম : রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা

নিরীক্ষার বছর : ২০১৭-২০১৮

লাইফ স্টাইল এন্ড কোং এর অনাদায়ি টাকার বিবরণী

ক্রমিক নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	ঋণের প্রকৃতি	ঋণসীমা (লক্ষ টাকায়)	বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সুদের হার	মেয়াদ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	লাইফ স্টাইল এন্ড কোং , ৭৯/৬, কাটাবন, এলিফ্যান্ট রোড, নিউমার্কেট, ঢাকা।	প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ এবং এসএমই বিভাগের সূত্র নং- প্রকা/ এসএমইবি/শাখা/৩৩৮ তারিখ: ০২-১০-২০১৮ খ্রি.	মেয়াদি ঋণ	৩৬১.০৭	৩৬১.০৭	৯%	১ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ৫ বছর

আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	বর্তমান মোট স্থিতি (৩১-১২-২০১৯ ভিত্তিক) (টাকায়)	সহজামানত
৯	১০	১১ (৯-১০)	১২
৩,৭৩,৩১,৭২১	১২,০০,০০০	৩,৬১,৩১,৭২১	মোট জমির পরিমাণ : ২২০ শতাংশ মূল্য : ৬.৬৩ কোটি টাকা।

মোট স্থিতি : ৩,৬১,৩১,৭২১ টাকা

কথায় : তিন কোটি একষট্টি লক্ষ একত্রিশ হাজার সাতশত একুশ টাকা।

পরিশিষ্ট : ০৬

অনুচ্ছেদ : ০৬

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম : রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা

নিরীক্ষার বছর : ২০১৭-২০১৮

মেসার্স সেফ অব দি সিটি লি. এর অনাদায়ি টাকার বিবরণী

ক্রমিক নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	ঋণের প্রকৃতি	ঋণসীমা (লক্ষ টাকায়)	বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সুদের হার	মেয়াদ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	মেসার্স সেফ অব দি সিটি লি., বাড়ী নং-০৯, রোড নং-১৩, সেক্টর-০৪, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।	প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগ এর পত্র নং- প্রকা/এসএমইবি/ শাখা/৪৩২ তারিখ: ১৬-১০-২০১২	প্রকল্প মেয়াদি আইডিসিপি ফোর্সড লোন সিসি(হাইপো)	৪১০.৯৮ ১০.২০ ২২৭.৯৭ ৮৭.০০	৪১০.৯৮ ১০.২০ ২২৭.৯৭ ৮৭.০০	১৫%	৫ বছর
			মারমেইড এগ্রো ফার্ম লিঃ প্রকল্প মেয়াদি আইডিসিপি সিসি (হাইপো)	২৪৫.৮২ ১২.৮২ ১৬০.৮৪		১১%	৪ বছর

আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ (টাকায়)		আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	বর্তমান মোট স্থিতি (৩১-১২-২০১৯ খ্রি. ভিত্তিক) (টাকায়)	জামানত
৯		১০	১১ (৯-১০)	১২
সেফ অব দি সিটি লি.	৫,০৯,৮৯,৮২২	-	৫,০৯,৮৯,৮২২	৩৩১.৯৭ শতাংশ জমি। মোট মূল্য : ১৪.২১৪৭ কোটি টাকা
	৫৭,০৪,৯৮২	-	৫৭,০৪,৯৮২	
	২,২৮,৩৩,৯৫৪	-	২,২৮,৩৩,৯৫৪	
	৯০,০৫,০৪৬	৭,০০,০০০	৮৩,০৫,০৪৬	
মারমেইড এগ্রো ফার্ম লি.	৯,২০,৫৫,৭৪৫	৭,০০,০০০	৯,১৩,৫৫,৭৪৫	
	২,৭৪,৭২,৬২৬	-	২,৭৪,৭২,৬২৬	
	৮,৫৫,০০০	-	৮,৫৫,০০০	
মোট= ২০,৮৯,১৭,১৭৫		১৪,০০,০০০	মোট=২০,৭৫,১৭,১৭৫	

মোট স্থিতি: ২০,৭৫,১৭,১৭৫ টাকা

কথায় : বিশ কোটি পঁচাত্তর লক্ষ সতেরো হাজার একশত পঁচাত্তর টাকা।

পরিশিষ্ট : ০৭

অনুচ্ছেদ : ০৭

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম : রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা

নিরীক্ষার বছর : ২০১৭-২০১৮

বিউটিফুল জ্যাকেটস লিমিটেড এর অনাদায়ি টাকার বিবরণী

ক্রমিক নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ঋণের প্রকৃতি	ঋণসীমা (টাকায়)	বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	সুদের হার	মেয়াদ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	বিউটিফুল জ্যাকেটস লিমিটেড ফোর্ড নগর, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ।	২ টি ব্লকড ও ১ টি ওডি, ১ টি সিসি (হাইপো) সহ রূপান্তরিত মেয়াদি ঋণসহ সর্বমোট ১০ টি ঋণ	১১৫,২১,৫০,৮৭৮	১১৫,২১,৫০,৮৭৮	প্রধান কার্যালয়ের শিল্পঋণ বিভাগের ১৩-১১-২০১৮ খ্রি. তারিখের ঋণ পুনঃতফসিল অনুমোদন নং HO/ICD/RES/ 2018/16(A) এবং HO/ICD/RES/ 2018/28 (A)	৯%	মেয়াদি ঋণ-৫ বছর চলতি মূলধন ঋণ- ১ বছর
		ব্লকড-০১	২০,৫৪,৬৩,২২৯	২০,৫৪,৬৩,২২৯			
		ব্লকড-০২	১৪,১৬,৮৪,৩৪৬	১৪,১৬,৮৪,৩৪৬			
		ওডি	৩,০০,০০,০০০	৩,০০,০০,০০০			
		সিসি (হা.)	১৩,০০,০০,০০০	১৩,০০,০০,০০০			
		রূপান্তরিত মেয়াদি-০১	৩৪,২৯,৩৬,৫০০	৩৪,২৯,৩৬,৫০০			
		রূপান্তরিত মেয়াদি-০২	১০,০০,০০,০০০	১০,০০,০০,০০০			
		রূপান্তরিত মেয়াদি-০৩	৪,২২,০০,০০০	৪,২২,০০,০০০			
		রূপান্তরিত মেয়াদি-০৪	৪,১৯,১১,৫৭৮	৪,১৯,১১,৫৭৮			
		রূপান্তরিত মেয়াদি-০৫	১,৯১,২১,৩৩৬	১,৯১,২১,৩৩৬			
		রূপান্তরিত মেয়াদি-০৬	৯,৮৮,৩৩,৮৮৫	৯,৮৮,৩৩,৮৮৫			

আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	বর্তমান মোট স্থিতি (৩১-১২-২০১৯ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক) (টাকায়)	জামানত
৯	১০	১১ (৯-১০)	১২
১৯,৮৯,৮৫,৮২২	-	১৯,৮৯,৮৫,৮২২	প্রকল্পস্থিত ভূমি ৩৩১ শতাংশ এবং বিল্ডিং ও মেশিনারীজ। মোট মূল্য : ১০৪.০০৮৫ কোটি টাকা।
১৪,১৭,৫৯,৩৪৬	-	১৪,১৭,৫৯,৩৪৬	
৫,২৮,৩১,১০৮	-	৫,২৮,৩১,১০৮	
১৮,৩৮,৬৬,৩২৯	৪,২৯,১১,৫৭৮	১৪,০৯,৫৪,৭৫১	
৩৬,৬২,২৯,৬১৫	-	৩৬,৬২,২৯,৬১৫	
১৩,৮০,৭৪,২০০	-	১৩,৮০,৭৪,২০০	
৪,৩৯,৩৭,০৪৩	৩,০০,০০০	৪,৩৯,৩৭,০৪৩	
৪,১৯,৩৫,৫৭৮	-	৪,১৯,৩৫,৫৭৮	
২,০৯,৭৮,০৬৭	-	২,০৯,৭৮,০৬৭	
১০,৫৯,১৭,৩৯৯	-	১০,৫৯,১৭,৩৯৯	
সর্বমোট=১২৯,৪৫,১৪,৫০৭	সর্বমোট=৪,৩২,১১,৫৭৮	সর্বমোট=১২৫,১৩,০২,৯২৯	

মোট স্থিতি : ১২৫,১৩,০২,৯২৯ টাকা

কথায় : একশত পঁচিশ কোটি তেরো লক্ষ দুই হাজার নয়শত ঊনত্রিশ টাকা।

পরিশিষ্ট : ০৮

অনুচ্ছেদ : ০৮

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম : রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা

নিরীক্ষার বছর : ২০১৭-২০১৮

মেসার্স মতিঝিল ট্রেড সেন্টার এর অনাদায়ি টাকার বিবরণী

ক্রমিক নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	ঋণের প্রকৃতি	ঋণ সীমা (কোটি টাকায়)	বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সুদের হার	মেয়াদ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	মেসার্স মতিঝিল ট্রেড সেন্টার দোকান নং-২৩, রোড নং-৩৫, সেক্টর- ৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।	সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগের ১৩-০৭-২০১৬ খ্রি.তারিখের ঋণ অনুমোদন নং প্রকা/এসএমইবি/চলতি মূলধন/২০১৬/২২	সিসি (হাইপো)	১০.০০	১০.০০	১৪%	১১-০৭-২০১৭ খ্রি.

আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	বর্তমান মোট স্থিতি (৩১-১২-২০১৭ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক) (টাকায়)	জামানত
৯	১০	১১ (৯-১০)	১২
১৪,৯১,০৮,১১৭	৩,২৩,০০,০০০	১১,৬৮,০৮,১১৭	১০৪.৩৯ শতাংশ জমি। মূল্য: ২৯.৩৬ কোটি টাকা

মোট স্থিতি: ১১,৬৮,০৮,১১৭ টাকা

কথায় : এগারো কোটি আটষাট লক্ষ আট হাজার একশত সতেরো টাকা।

পরিশিষ্ট : ০৯

অনুচ্ছেদ : ০৯

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম : রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা

নিরীক্ষার বছর : ২০১৭-২০১৮

বিডি ফ্যাশন সোর্সিং লিমিটেড এর অনাদায়ি টাকার বিবরণী

ক্রমিক নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	ঋণের প্রকৃতি	ঋণ সীমা (লক্ষ টাকায়)	বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সুদের হার	মেয়াদ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	বিডি ফ্যাশন সোর্সিং লিমিটেড ফ্লাট নং-৫/এ, হাউজ নং-০৭, রোড নং-১৪/সি, সেক্টর-০৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।	অনুমোদন নং--প্রকা/এসএমইবি/শাখা/৯৫ (অনুমোদন নং-প্রকা/এসএমইবি/চলতি মূলধন/২০১৬/৭২ তারিখ: ০৮-১০-২০১৮ খ্রি.	চলতি মূলধন	৫০০.০০	৫০০.০০	১৪%	১ বছর

আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	বর্তমান মোট স্থিতি (৩১-১২-২০১৯ খ্রি.তারিখ ভিত্তিক) (টাকায়)	জামানত
৯	১০	১১ (৯-১০)	১২
৬,৩১,৩০,১৬৪	৫০,১৮,০০০	৫,৮১,১২,১৬৪	৩৮৩.০০ শতাংশ জমি। মূল্য: ৮.২৫ কোটি টাকা

মোট স্থিতি: ৫,৮১,১২,১৬৪ টাকা

কথায় : পাঁচ কোটি একাশি লক্ষ বারো হাজার একশত চৌষট্টি টাকা।

পরিশিষ্ট : ১০

অনুচ্ছেদ : ১০

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম : রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা

নিরীক্ষার বছর : ২০১৭-২০১৮

ফিমো কনস্ট্রাকশন লিমিটেড এর অনাদায়ি টাকার বিবরণী

ক্রমিক নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	ঋণের প্রকৃতি	ঋণ সীমা (লক্ষ টাকায়)	বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সুদের হার	মেয়াদ
১	২	৬	৩	৪	৫	৭	৮
১.	ফিমো কনস্ট্রাকশন ২২৮৮, পূর্বনন্দীপাড়া, নেওয়াজবাগ, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪।	সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগের পত্র নং-প্রকা/এসএমইবি/শাখা/ ২০১৬/৩৪২, অনুমোদন নং- প্রকা/এসএমইবি/২০১৬/২৬ তারিখ: ২১-০৬-২০১৬ খ্রি.	সিসি (হাইপো)	৪৫০.০০	৪৫০.০০	১৪%	২০-০৬-২০১৭ খ্রি.

আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	বর্তমান মোট স্থিতি (৩১-১২-২০১৯ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক) (টাকায়)	জামানত
৯	১০	১১ (৯-১০)	১২
৫,২৮,৮২,১১১	-	৫,২৮,৮২,১১১	৭৯ শতাংশ জমি। মূল্য: ৬.৭১ কোটি টাকা।

মোট স্থিতি: ৫,২৮,৮২,১১১ টাকা

কথায় : পাঁচ কোটি আটশ লক্ষ বিরাশি হাজার একশত এগারো টাকা।

পরিশিষ্ট : ১১

অনুচ্ছেদ : ১১

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম : রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা

নিরীক্ষার বছর : ২০১৭-২০১৮

মেসার্স গালা ড্রেস ওয়্যার লিঃ এর অনাদায়ি টাকার বিবরণী

ক্রমিক নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	ঋণের প্রকৃতি	ঋণসীমা (লক্ষ টাকায়)	বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সুদের হার	মেয়াদ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	মেসার্স গালা ড্রেস ওয়্যার লিঃ মনির হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক। বিসমিল্লাহ মার্কেট-২,২১২ আফাজ নগর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ-১৪০০।	প্রকা/এসএমই/ মেয়াদি ঋণ/২০১০/০৬, তারিখ: ১০-১১-২০১০ইং	১. মেয়াদি ঋণ ২. বিটুবি ঋণপত্র ৩. পিসি ৪. সিসি (হাইপো)	৫৯.০০ ৩০০.০০ ৩০.০০ ৫০.০০ মোট= ৪৩৯.০০	৫৯.০০ ৩০০.০০ ৩০.০০ ৫০.০০ মোট= ৪৩৯.০০	১৩% এবং ১৪%	৫ বছর ও ১ বছর

আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	বর্তমান মোট স্থিতি (৩১-১২-২০১৯ খ্রি.তারিখ ভিত্তিক) (টাকায়)	জামানত
৯	১০	১১ (৯-১০)	১২
১২,৭৭,৫৪,৩৮২	১৫,০১,৯৯৩	মেয়াদি ঋণ= ১,৩৩,৪০,৪৮৭ চলতি ঋণ= ১,১০,০৯,১৮৩ ফোর্সড লোন-১= ৬,১১,০০,৪৮২ ফোর্সড লোন-২= ১,৩১,০৩,৫৪৬ ফোর্সড লোন-৩= ২,৭৬,৯৮,৬৯১	(ক) নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানাধীন বাজরী মৌজাস্থ ১০টি দাগে মোট ৩৫১.৫ শতাংশ জমি। (খ) নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানাধীন সত্যভান্দি মৌজাস্থ ৩টি দাগে মোট ১৬.৫ শতাংশ জমি। সর্বমোট জমি : ৩৬৮শতাংশ। মোট মূল্য : ৯.৭০ কোটি টাকা।
মোট=১২,৭৭,৫৪,৩৮২	মোট=১৫,০১,৯৯৩	মোট=১২,৬২,৫২,৩৮৯	

নোট : ঋণ হিসাবটি শ্রেণীকৃত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের পত্র নং এলওডি/আইন ও আদায়/২০১৮/ তারিখঃ ০৬-১০-২০১৯ খ্রি.
তারিখের পত্র হতে প্রাপ্ত হিসাবটি আপত্তিতে নেওয়া হলো। যার প্রমাণক পৃষ্ঠা-৮৭ তে উল্লেখ আছে।

মোট স্থিতি : ১২,৬২,৫২,৩৮৯ টাকা।

কথায় : বারো কোটি বাষট্টি লক্ষ বায়ান্ন হাজার তিনশত ঊননব্বই টাকা।

পরিশিষ্ট : ১২

অনুচ্ছেদ : ১২

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম : রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা

নিরীক্ষার বছর : ২০১৭-২০১৮

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন এর অনাদায়ি টাকার বিবরণী

ক্রমিক নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	ঋণের প্রকৃতি	ঋণসীমা (কোটি টাকায়)	বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সুদের হার	মেয়াদ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন চিনিশিল্প ভবন, ৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।	অনুমোদন নং- প্রকা/এসএমই/শাখা/ ২০১৩/৩৪৩ তারিখ: ০২-০৯-২০১৩ খ্রি.	সিসি (হাইপো)	২০.০০	২০.০০	৯%	২৭-০৮-২০২০ খ্রি.
		অনুমোদন নং- প্রকা/সিসি(হাঃ)/২০১৯/১৩ তারিখ: ২৮-০৮-২০১৯ খ্রি.		৬৮০.০০	৬৮০.০০	৯%	২৭-০৮-২০২০ খ্রি.
			ঋণপত্র	৮,৪৬,৩৯,৯৩৩ টাকা	৮,৪৬,৩৯,৯৩৩ টাকা		

আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	বর্তমান মোট স্থিতি (৩১-১২-২০১৯ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক) (টাকায়)	জামানত
৯	১০	১১ (৯-১০)	১২
৭৯৫,৮২,০৫,০৩৩	৩,০০,০০,০০০	৭৯২,৮২,০৫,০৩৩	সরকারি গ্যারান্টি (অর্থ মন্ত্রণালয়ের) নেওয়ার শর্ত থাকলেও নেওয়া হয়নি।
৮,৪৬,৩৯,৯৩৩	-	৮,৪৬,৩৯,৯৩৩	
মোট= ৮০৪,২৮,৪৪,৯৬৬	মোট=৩,০০,০০,০০০	মোট= ৮০১,২৮,৪৪,৯৬৬	

মোট স্থিতি = ৮০১,২৮,৪৪,৯৬৬ টাকা

কথায় : আটশত এক কোটি আটশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার নয়শত ছেষটি টাকা।

পরিশিষ্ট : ১৩

অনুচ্ছেদ : ১৩

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম : রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, মতিঝিল কর্পোরেট শাখা, ঢাকা

নিরীক্ষার বছর : ২০১৭-২০১৮

আইরিশ হিল এর অনাদায়ি টাকার বিবরণী

ক্রমিক নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	ঋণের প্রকৃতি	ঋণসীমা (কোটি টাকায়)	বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সুদের হার	মেয়াদ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	আইরিশ হিল ইনটেল্লিজেন্স, নূরমহল, বাড়ী নং-২০৫/৪, ব্লক-সি, রোড নং-০৮, নিকেতন, গুলশান, ঢাকা-১২১২।	অনুমোদন নং- প্রকা/শিঋবি/২০১৬/১৬৬ তারিখ: ০৪-০২-২০১৬ খ্রি.	মেয়াদি ঋণ	১২.০০	১২.০০	৯%	১০ বছর
		অনুমোদন নং- প্রকা/শিঋবি/২০১৬/১৬৬ তারিখ: ০৪-০২-২০১৬ খ্রি.	সিসি (হাইপো)	৩.০০	৩.০০	১৫%	১ বছর

আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	বর্তমান মোট স্থিতি (৩১-১২-২০১৯ খ্রি.তারিখ ভিত্তিক) (টাকায়)	জামানত
০৯	১০	১১ (৯-১০)	১২
১৫,২২,২৫,৩১২	৩,০০,০০০	১৫,১৯,২৫,৩১২	১১৫ শতাংশ জমি ও তদস্থিত স্থাপনা। মূল্য: ১৮.৪০ কোটি টাকা
৪,২৯,১২,১৩২	৬৬,১২,১০০	৩,৬৩,০০,০৩২	
মোট=১৯,৫১,৩৭,৪৪৪	মোট= ৬৯,১২,১০০	মোট= ১৮,৮২,২৫,৩৪৪	

মোট স্থিতি = ১৮,৮২,২৫,৩৪৪ টাকা

কথায় : আঠারো কোটি বিরাশি লক্ষ পঁচিশ হাজার তিনশত চুয়াল্লিশ টাকা।

পরিশিষ্ট : ১৪

অনুচ্ছেদ : ১৪

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম : রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, মতিঝিল কর্পোরেট শাখা, ঢাকা

নিরীক্ষার বছর : ২০১৭-২০১৮

এম. রহমান ষ্টীল মিলস লিমিটেড এর অনাদায়ি টাকার বিবরণী

ক্রমিক নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	ঋণের প্রকৃতি	ঋণসীমা (কোটি টাকায়)	বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সুদের হার	মেয়াদ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	এম. রহমান ষ্টীল মিলস লিমিটেড রূপায়ন গোন্ডেন এজ (চম তলা), ৯৯ গুলশান এভিনিউ, গুলশান-০২, ঢাকা-১২১২।	অনুমোদন নং প্রকা/বৈবাঋ/২০১৮/১৫ তারিখ: ১৮-০১-২০১৮ইং	মেয়াদি ঋণ	১৮৬.৪২	১৮৬.৪২	১১%	১৫ বছর

আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	বর্তমান মোট স্থিতি (২১-০১-২০২০ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক) (টাকায়)	জামানত
৯	১০	১১ (৯-১০)	১২
১৯৩,৮৯,০৭,৭৫৯	৩১,৭৫,৪১,৯০১	১৬২,১৩,৬৫,৮৫৮	১১১ শতাংশ জমি ও তদস্থিত স্থাপনাদি। মোট মূল্য: ১৫৭.৩৪ কোটি
২৬,৭৪,৯৪,২৩১	৫৯,৯৮,০০০	২৬,১৪,৯৬,২৩১	
মোট= ২২০,৬৪,০১,৯৯০	মোট= ৩২,৩৫,৩৯,৯০১	মোট= ১৮৮,২৮,৬২,০৮৯	

মোট স্থিতি = ১৮৮,২৮,৬২,০৮৯ টাকা

কথায় : একশত আটশি কোটি আটশ লক্ষ বাষট্টি হাজার ঊননব্বই টাকা।

পরিশিষ্ট : ১৫

অনুচ্ছেদ : ১৫

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম : রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা

নিরীক্ষার বছর : ২০১৭-২০১৮

মেসার্স নিউ শতরূপা ফ্যাশন লিঃ এর অনাদায়ি টাকার বিবরণী

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	ঋণের প্রকৃতি	ঋণসীমা (কোটি টাকায়)	বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সুদের হার	মেয়াদ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	মেসার্স নিউ শতরূপা ফ্যাশন লিঃ	প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগের পত্র নং-প্রকা/এসএমইবি/শাখা/২০১৬/৩২১, অনুমোদন পত্র নং-প্রকা/এসএমইবি/শাখা/২০১৬/২৩ তারিখ: ০৮-০৬-২০১৬ খ্রি.	এস এম ই (চলতি মূলধন)	৪.৭০	৪.৭০	১৪%	১ বছর

আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	বর্তমান মোট স্থিতি (৩১-১২-২০১৯ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক) (টাকায়)	জামানত
৯	১০	১১(৯-১০)	১২
৫,৬৩,১৮,১৮১	৬১,২০,০০০	৫,০১,৯৮,১৮১	২৪১ শতাংশ জমি ও তদস্থিত স্থাপনা। মূল্য: ৬.৭৯২০ কোটি টাকা

মোট স্থিতি: ৫,০১,৯৮,১৮১ টাকা

কথায় : পাঁচ কোটি এক লক্ষ আটানব্বই হাজার একশত একাশি টাকা।

পরিশিষ্ট : ১৬

অনুচ্ছেদ : ১৬

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম : রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা

নিরীক্ষার বছর : ২০১৭-২০১৮

মেসার্স সামিনা ট্যানারী (প্রাঃ) লিঃ এর অনাদায়ি টাকার বিবরণী

ক্রমিক নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	ঋণের প্রকৃতি	ঋণসীমা (কোটি টাকায়)	বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সুদের হার	মেয়াদ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	মেসার্স সামিনা ট্যানারী (প্রাঃ) লিঃ কারখানা : প্লট নং- ৪৫২১, ৪৫২২ চামড়া শিল্পনগরী, সাভার, ঢাকা।	০৭-০৮-২০১৯ খ্রি. তারিখের ০৫/২০১৯ নং অনুমোদনের মাধ্যমে নবায়ন অনুমোদন হয়, একই তারিখে ০৩/২০১৯ নং অনুমোদনের মাধ্যমে ঈদ অগ্রিম বাবদ ৫৫.০০ কোটি (নবায়ন) টাকা অনুমোদন করা হয় এবং ০৬-০৯-২০১৭ খ্রি. তারিখের ০৯/২০১৭ নং অনুমোদনের মাধ্যমে মেয়াদি ঋণ ২য় বার পুনঃতফসিলীকরণ করা হয়।	সিসি (প্লেজ) চামড়া সিসি (প্লেজ) কেমিক্যাল লিম এলসি মেয়াদি ঋণ ব্লক মেয়াদি ঋণ ঈদ অগ্রিম ঈদ অগ্রিম ২০১৯	২৩.৫ ৩ ৫ ৫ ২৬.৬২ ১০.৮৭ ৫৫	২৩.৫ ৩ ৫ ২৬.৬২ ১০.৮৭ ৫৫	৯%	১ বছর ০৬-০৮-২০২০ খ্রি. এবং মেয়াদি ঋণ ১০ বছর

ঋণের প্রকৃতি	আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	বর্তমান মোট স্থিতি (৩১-১২-২০১৯ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক) (টাকায়)	জামানত
০৯	১০	১১	১২ (১০-১১)	১৩
প্রজেক্ট ঋন-১৬	২০২,৭০,০৫,১৫৭	২৯,৭৫,০১,৬৪০	২৮,৭৬,৬২,৯৪৯	১১০.৬৫ শতাংশ জমি। মূল্য : ৪৯.২৮১৬ কোটি টাকা
প্রজেক্ট ঋন-১৭			১০,১৯,৪১,৭৩৮	
প্রজেক্ট ঋন-১৯			৪,৩৭,৪৩,০৪২	
প্রজেক্ট ঋন-৪০			৩,৩৪,৬২,১৩১	
সিসি (হাইপো)-৭০			৭,২৯,৪৭,৬৪৮	
সিসি (হাইপো)-৭১			২১,৪৫,৫৫,৮৮৪	
সিসি (প্লেজ)-২৪			২৫,১৪,৭৬,৮২১	
সিসি (প্লেজ)-২৭			৩,১৬,৭৬,০৭৭	
সিসি (প্লেজ)-৪৯			৩৯,৪৯,৬০,৫৩১	
সিসি (প্লেজ)-৫৩			২৭,১৮,০৪,৩৩৪	
লিম			২,৫২,৭৩,৩৬২	
মোট=	২০২,৭০,০৬,১৫৭	২৯,৭৫,০১,৬৪০	১৭২,৯৫,০৪,৫১৭	

মোট স্থিতি = ১৭২,৯৫,০৪,৫১৭ টাকা

কথায় : একশত বাহাত্তর কোটি পঁচানব্বই লক্ষ চার হাজার পাঁচশত সতেরো টাকা।

পরিশিষ্ট : ১৭

অনুচ্ছেদ : ১৭

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম : রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, গুলশান কর্পোরেট শাখা, ঢাকা

নিরীক্ষার বছর : ২০১৭-২০১৮

মেসার্স নাসরিন জামান নীট ওয়ার এর অনাদায়ি টাকার বিবরণী

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	ঋণের প্রকৃতি	ঋণসীমা (লক্ষ টাকায়)	বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সুদের হার	মেয়াদ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	মেসার্স নাসরিন জামান নীট ওয়ার প্লট নং-১৩৯২, ভোগড়া, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	অনুমোদন নং প্রকা/বেবাবআবি/২০১৪/৭৭৭ তারিখ: ২৩-০৯-২০১৪ খ্রি. ১ম বার পুনঃতফসিল প্রকা/বেবাবআবি/২০১৮/৫২৬ তারিখ: ২৯-০৮-২০১৮ খ্রি.	পুনঃ তফসিলকৃত ঋণ (ফোর্সড লোন, এফবিপি, ক্যাশ ইনসেন্টিভ অগ্রিম একীভূত করে)	৫৮২৮.৯৮	৫৮২৮.৯৮	৯%	৫ বছর

আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	বর্তমান মোট স্থিতি (৩১-১২-২০১৯ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক) (টাকায়)	জামানত
৯	১০	১১ (৯-১০)	১২
৮৮,২৪,১৫,৩৮১	১,৯৬,৬৭,৭৫০	৮৬,২৭,৪৭,৬৩১	গাজীপুর সদর উপজেলার ৮২৬.৮৫৭ শতাংশ জমি।

মোট স্থিতি: ৮৬,২৭,৪৭,৬৩১ টাকা

কথায় : ছিয়াশি কোটি সাতাশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শত একত্রিশ টাকা।

তারিখ: ২০.১১.১৪১৮ বঙ্গাব্দ
৪.১০.২০২২ খ্রিস্টাব্দ



মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

আবুল কালাম আজাদ
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (৮ম ও ৯ম তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বাস্তবায়ন-২০২১-২২/২৬৪৮(এ-৭)/৬৬৫ বই, ২০২১ খ্রিঃ।